ভাব ও ছন্দ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

আমার কবি-জীবনে ভাব ও ছন্দের সামঞ্জস্য-বিধানে পরীক্ষামূলকভাবে অনেক রচনা করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর দুইটি রচনা একত্র করিয়া 'ভাব ও ছন্দ' প্রকাশিত হইল।

প্রথমাংশ 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কিছুদিনের মধ্যেই ইহা নিঃশেষ হইয়া যায়, কিন্তু ছন্দপরীক্ষামূলক আরও নূতন কবিতা সংযোজনে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিব তজ্জন্য পুনর্মুদ্রণ আর হয় নাই। আলস্যবশত নূতন কবিতা নির্বাচন করিয়া উঠিতে পারি নাই। বাংলা ছন্দ-বিষয়ক বহু গ্রন্থে ও রচনায় মোহিতলাল-প্রমুখ সাহিত্যিকেরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, ইহার পুনঃপ্রকাশের দাবি এইটুকুই।

"মাইকেলবধ-কাব্য" 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ "কবিতা-সংখ্যা"য় (ভাদ্র, ১৩৪৪) সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মাইকেল-বধ উপলক্ষ্যে ইহা রচিত হইলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচনাটিকে সপ্রশংস আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাকে জানান, একবার মাঘোৎসবে রচিত আমার কয়েকটি গান শুনিয়া পিতা আমাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের রাজার কাছে যদি এ দেশের সাহিত্যিকদের আদর থাকিত তাহা হইলে কবিকে তাহারা পুরস্কার দিত; রাজার দিক হইতে সে সম্ভাবনার অভাবে তিনিই সে কাজ করিলেন। মাইকেলবধ-কাব্যে তুমি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছ তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল তোমাকে পুরস্কৃত করা; সে সম্ভাবনাও যখন নাই, তখন পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় আমি ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তোমাকে পুরস্কার দিব। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় আশ্বাস সত্ত্বেও কবির জীবিতকালে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয় নাই। আজ অহমিকার মত শুনাইলেও কথাটার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। এই রচনাটি সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকারের নিকট আমি ঋণী। গ্রন্থখানি তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

বাংলা ভাষার নিখুঁত ছন্দ-কুশলী শ্রদ্ধেয়

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারকে

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

এক

প্রেয়সী বললেন, নেই আগা তার নেইকো মূল—ওই যে কথায় বলে, তোমার হয়েছে তাই—

দু চোখ বুজে একটা হাই তুলে বললাম, দেবী, কিবা অপরাধ কহ—

প্রিয়া বললেন, ন্যাকামি রাখ, অহরহ তোমার পরের লেখার প্রুফ দেখা দেখে আমি অস্থির হয়েছি, নিজে কিছু লেখ না যে বড় !

বললাম, ফরমাশ কর। খবর রাখ কি যে, দুনিয়ার সব শ্রেষ্ঠ কবির লেখার মূলে তাঁদের প্রেয়সীদের তাগিদ !

হতে পারে, কিন্তু তুমি যে জিদ ক'রে ব'সে আছ যে, লিখবে না কিছু, নইলে আমার কি অসাধ !

বারান্দা থেকে পত্নীর সহোদর ভাই প্রসন্ন সিংহনাদ ক'রে উঠল, ওই রে, আবার লেগেছে ! সত্যি সরি, তুই ভারি কুঁদুলে !

দাদার অনুযোগে বোনের চোখের কূলে কূলে জল, বললে, তুমি আমার দোষটাই দেখলে দাদা ! আমার লজ্জাটা তো বুঝলে না !

আমি বললাম, কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের—

থাম। উনি আজকাল কিছু লেখেন না ব'লে সবাই আমায় খোঁটা দেয়, বলে, আমি নাকি ওঁকে গ্রাস—

সর্বনাশ, এবার লিখতেই হ'ল দেখছি। মিথ্যা অপবাদ রটতে দেওয়া ভাল না; কিন্তু লিখব কি নিয়ে ?

তোমার যা খুশি, বেশ ক'রে মন দিয়ে বসলে কি আর—

ঢের হয়েছে। আচ্ছা, মহাকাব্য, না, চুটকি ?

মহাকাব্য লেখবার কি আর সময় পাবে ? সময়ের অভাবে আজকালকার কবিরা তো সব ড্যাশ আর ফুটকি দিয়েই কাজ সারে। তুমি চুটকিই লেখ। কিন্তু কাল চাই, তা—

কাল ? আচ্ছা, আমি তেতলার ঘরে যাচ্ছি, এক কাপ চা আর বর্মা চুরুট কিছু পাঠিয়ে দাও। তুমি যেও না কিন্তু, তা হ'লেই সব গুলিয়ে যাবে।

রাগ ক'রে প্রেয়সী বললেন, তোমার কাছে না গেলে যেন কারু ঘুম হচ্ছে না !

তেতলায় গেলে আর হবে কি ? পেটে কবিতা নেই, লিখব কি ? তার ওপর আবার এদিক-ওদিকে প্রেয়সীর জ্ঞাত-ভাইরা চুল শুকোবার অছিলায় এসে পদে পদে ভুল ঘটাতে শুরু করেছেন। চুরুট টানতে টানতে হতাশ হয়ে ভাবলাম, যা থাকে কপালে, চুরি করি। রবীন্দ্রনাথকে গায়েব করা যাবে না। প্রাচীন কবি, বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব কবিদের কিঞ্চিৎ রচনা আলমারিতে ছিল, তাঁদের লেখা থেকে বেছে বেছে টুকলেই বেশ একটি ছন্দ-মঞ্জরী গ'ড়ে তোলা যেতে পারে। সত্যেন দত্তর 'ছন্দ-সরস্বতী'র কথা মনে হ'ল। কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে দেখলাম, ক্ল্যাসিফিকেশন এক মহা যন্ত্রণা, নমুনা জুটলেও ঠিকমত সাজাতে হ'লে কিঞ্চিৎ বিদ্যার প্রয়োজন, সুতরাং সে চেষ্টা ছেড়ে নানা ধরনের চুটকি পদ সংগ্রহ ক'রে মালা গাঁথবার মতলব হ'ল।

প্রথমেই কবি রামপ্রসাদের 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' চোখে পড়ল, একটা জায়গা লাগলও ভাল—

বাজত কত শত মৃদঙ্গ যোগিনীগণ নাচত সঙ্গ চলিত ললিত গৌর
অঙ্গদামিনী জম্বু দমকে।
কটিকিঙ্কিণী রণ রণ রণ কর-কঙ্কণ ঝন ঝন ঝন, বোলয় অসি
ঠন ঠন ঠন সঘনে অসি চমকে॥

গোবিন্দদাসে দেখি—

নন্দনন্দন চন্দ চন্দন-গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্দর নিন্দিতসিন্ধু-তরঙ্গ॥

এর চাইতে এক ডিগ্রি বেশি জগদানন্দের—

মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপ শবদ গঞ্জি গুঞ্জ, কুঞ্জরগতি-গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুল-নারী।
ঘন গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ, মালতী ফুল মালে রঞ্জ, অঞ্জন যুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জন-গতি-হারী॥

অথবা কবিশেখরের—

কাজর রুচিহর রজনী বিশালা।
তছুপর অভিসার করু নববালা॥

আবার জগদানন্দে—

অবিরত বাদর, বরিখত দরদর বহই তরলতর বাত,
বিষধর নিকর—ভরল পথ অরু কত, অজর বজর বিনিপাত।
হরি হরি—কৈছে চলব কুহুরাতি।

অসম্ভব, এ-সব ছন্দ আত্মসাৎ করা একেবারে পুকুরচুরির সামিল। ব্রজবুলিতে কোন প্রকারে হয়। কিন্তু বাংলা! বৃথা চেষ্টা না ক'রে নিজেই কলম ধরব ভাবছি, হঠাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কথা মনে প'ড়ে গেল—

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজ-মুকুতার হার॥

অথবা—

নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দুর।
বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর॥

আবার—

নীলজলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥

বিষয়-সামঞ্জস্যে একেবারে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র কথা মনে এল। দেখি—

পুষ্করিণীর চাইর পারেরে ফুটল চাম্‌পা ফুল।
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইরা বান্‌তাম চুল॥
পুষ্করিণীর পারে বন্ধু পাতার বিছানা।
রাইতে আইও রাইতে যাইও বন্ধু দিনে করি মানা॥

নায়কের উত্তর—

চইক্ষেতে অপরাজিতা গায়ে চাম্পা ফুল।
আমি যে পাগল হইয়াছি কন্যা দেইখ্যা তোমার মাথার চুল॥

কন্যার কথা—

হাত ছাড় সোনার বন্ধু রে লাজে মইরা যাই।
... ...

অথবা—

আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি—বুঝি না হইল মিলন॥
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর॥

আবার—

লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ॥

এও অসম্ভব। ছন্দ না হয় আয়ত্ত করলাম, কিন্তু এই সহজ ভাবটি আয়ত্ত করি কি ক'রে? হতাশ হয়ে আধুনিক কালের কবিতা লেখার যা সব চাইতে সহজ উপায়, তারই সাহায্য নিলাম, অর্থাৎ অনুপ্রাসের সাহায্য নিয়ে লাইনের পর লাইন লেখা। তিনটে চুটকিও লিখে ফেললাম।—

(১)

ফর্মার পরে দেখছি ফর্মা বর্মা চুরুট মুখে,
গলদ্‌ঘর্মা প্রেয়সী অদূরে, মধুরে হাঁকিয়া কহে,
মানুষ-চর্মা নহ তুমি ওগো, তুমি অকর্মা ধাড়ী!
খুকী কয়, মোরে কোলে কর্ মা গো। চড় মারি তারে প্রিয়া
দাসীরে কহেন, সর্ সর্ মাগী; দর্‌মা বেড়ার ফাঁকে
দেখে পদি পিসি। পরমান্নের গন্ধ ভাসিয়া আসে।

(২)

ফ্যাক্টরী ফ্যাট্ (fat) করি দিতেছে বণিকে,
ডাক্তার, ডাক্ তার এদিকে-ওদিকে।
টীচার বিচার করে জুরী-রূপ ধ'রে—
প্লীডার লীডার হ'ল জাতীয় সমরে।

(৩)

সন্দ হ'ল গন্ধ পেনু, কন্ধকাটা অন্ধকার,
আস্‌তে পথে কাস্তে হাতে পাশ থেকে কে বললে, "স্যার,
গর্ব করা নয় তো ভাল, তিমিরঘন শর্বরী,
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ডাকছে মেঘে ঘর্ঘরি!
বিন্তি যদি খেলবে এস, আমরা আছি তিন জনা,
তিন-কোণা এক বাগান, সেথা একটি যে গাছ সিঙ্কোনা।"
ধম্‌কে দিয়ে চম্‌কে চেয়ে থম্‌কে গেনু তক্ষুণি,
লজ্জা হ'ল শয্যা 'পরে কামড়েছে এক মৎকুণী।

সুবিধা হ'ল না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আর 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' মাথার মধ্যে বেশ একটু নেশার সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া, প্রেম ছাড়া প্রেয়সী তুষ্ট হবে না। কি করি! কল্পনাকে ছেড়ে দিলাম, সে তো পথ চলতে লাগল—যত বুনো পাহাড়-ঘেরা দেশ—আফ্রিকা-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া। পথের ধারে ধারে ঘাসের ফুল। তাই তুলে নিয়ে মালা গাঁথা শুরু হ'ল, কিন্তু শেষ হ'ল না। যে কটা ফুল গাঁথা হ'ল, তাই প্রিয়াকে দেখালাম; আর অসম্পূর্ণ মালা তার গলায় তুলে দিতে গেলাম। প্রেয়সী বললে, আগে শেষ হোক, তার পর মালা পরব। সময় নিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে পাঠককেও বঞ্চনা করা যায় না। সুতরাং শুনুন।—

(১)

পোপোকেটাপেটেলে
তিনতলা হোটেলে,
দিন ভর গায় গান
সার্জন স্মিথ,
"দোস্ত্‌, তারে কহিও,
আমি গেছি ওহিও (Ohio),

নাই যদি ভাঙে মান—
যাব মন্‌টিথ।”
ইহুদিনী জুলিয়া
এল দ্বার খুলিয়া,
চোখ মেরে বিলখান
ধরে স্মুখে।
ধরি তার কোমরে
স্মরি কবি ওমরে
কয় স্মিথ, “দিলজান,
এক চুমুকে
ও-ঠোঁটের পেয়ালা
করি শেষ!” “কি জ্বালা!”—
জুলী কয়, লজ্জায়
লাল হ’ল গাল।
পোপোকেটাপেটেলে
তিনতলা হেটেলে
স্মিথ ব’সে গর্জায়,
সুর ফাঁকতাল।

(২)

মাদাগাস্কার মাদাগাস্কার,
সেথা বাস কার, সেথা বাস কার?
আমার প্রিয়ার মন ভার ভার—
বল নাম কার শুন্‌লে!
“মাদাগাস্কার মাদাগাস্কার”—
শেষ শ্বাস কার, শেষ শ্বাস কার!

সুনীল পাহাড় সবুজ পাতার
কে সে মায়াজাল বুন্‌লে।

(৩)

ভাবি যে চিনি চিনি,
তুমি কি দারুচিনি ?
চলিতে একলা পথে চকিতে নিব্‌ল বাতি,
আসিল আঁধার ঘন, কাফ্‌রি-কালো রাতি।
বিজনে বস্‌লে একা,
বুকেতো উল্‌কি-লেখা—
দূরে ওই পাগ্‌লা-ঝোরা যেন রে বুনো হাতী,
অথবা হরিণছানা
না মেনে মায়ের মানা
পড়িতে বাঘের মুখে লাগিল দাঁত-কপাটি।
ভাবি যে চিনি চিনি !
তুমি কি কাবাবচিনি ?
বুকে তোর হঠাৎ কখন গজাল ব্যাঙের ছাতি !
চলিতে একলা পথে চকিতে নিব্‌ল বাতি।

(৪)

বনের মেয়ে, ভয় কি, তুমি আস্‌বে অভিসারে !
তোমার লাগি রইব ব'সে কঙ্গো নদীর ধারে।
যেথা, চিরে পাহাড়টারে
সখি, ভীষণ হুহুঙ্কারে
ঝরনা ঝরে ঝরঝরিয়ে হাজার খর-ধারে,
বনের মেয়ে, ভয় কি, তুমি আস্‌বে অভিসারে।

বনের মেয়ে, বাঘ ভালুকে তোমার কি বা ভয়!
মার্‌ছে যে রোজ দশটা বাঘে করলে তারে জয়!
তোমার জান্‌লে পরিচয়,
তোমার সঙ্গে যাবে, নয়
ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে যোজন দু-চার-ছয়,
বনের মেয়ে, বাঘ ভালুকে তোমার কিবা ভয়!

বনের মেয়ে, পায়ে যদি বনের কাঁটাই ফোটে,
ব্যথা তোমার দূর করিব ঝরনা-জলের চোটে।
তুমি ভয় ক'রো না মোটে,
যাব যেথায় 'চোঙার' ফোটে,
আর শুশুক-ছানা থেকে থেকে ঘাপ্‌টি মেরে ওঠে,
বনের মেয়ে, পায়ে যদি বনের কাঁটাই ফোটে!

বনের মেয়ে, বৃষ্টি এল সকল আকাশ ছেয়ে,
জলের ধারা গড়িয়ে আসে পাহাড় বেয়ে বেয়ে।
আমি রয়েছি পথ চেয়ে
তুমি এস বনের মেয়ে,
আমি ভিজা দেহেই তপ্ত হব তোমায় বুকে পেয়ে,
বনের মেয়ে, বৃষ্টি এল সকল আকাশ ছেয়ে॥

(৫)

তোমরা আছ সুখে
হাসি মুখ ভরা বুকে,
আমাদের ভুলে চুকে
হাসিয়া কুটি-কুটি।

তোমরা আঙুর-ক্ষেতে
এসেছে আঙুর খেতে,
আমরা দিনে রেতে
খেটে যাই, নাইকো ছুটি ।
বসেছ ভুঁয়ের আলে
কাঁচা রোদ পড়ছে গালে,
আমাদের নাজেহালে
মনেতে বড়ই খুশি,
তোমাদের চোখের শরে
ঘা খেয়ে থাম্‌লে পরে,
বুড়ো জন কঠোর স্বরে
আমাদের করছে দুষী !
তোমাদের শুধুই খেলা
এসো না কাজের বেলা,
তোমাদের অবহেলা
করিতে পারি না যে,
পোশাকের বাহার দিয়া
যাও না গ্যালিসিয়া,
সেখানে অনেক মিঞা
হবে ঘাল সকাল-সাঁঝে ।

(৬)

নড়বেড়ে হাড় তোর বুড়ী তুই,
দুধ দিতে কেন এলি,
কোথা গেল বল্‌ সোমত্ত তোর
দুলাল কন্যা নেলী ?

সে বুঝি শেখে নি দুধে দিতে জল ?
ক্ষতি কি, নজরে করে যে পাগল !
আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হ'লে
দুনো দাম দিয়ে ফেলি ।
'ফুনেনে' সে যদি যায় কব তায়
ফিরে যেতে বেলাবেলি ।

(৭)

আমি নাকি প্রিয়া, মাতাল হয়েছি ?
কে বললে, আমি টল্‌ছি ?
এ যে খাঁটি ভূমিকম্প প্রেয়সী,
বাপের দিব্য বল্‌ছি !
সাধনার পথে এগিয়েছি কিছু
খুলেছে দিব্য চক্ষ—
যখন যা খুশি করি ; দেখ, এই
ভেসে গেল দাড়ি বক্ষ ।

(৮)

কালিফোর্নিয়া,
এনে দেব চুল-বাঁধা রাঙা ডোর প্রিয়া,
আজ থাক্, কাল যাব কালিফোর্নিয়া ।
গাছপালা জঙ্গল সোনার খনি,
সবচেয়ে প্রিয় মোর প্রিয়া সে 'বনি' !
কালো সে চুলের রাশি, ভালবাসি মৃদু হাসি,
লক্ষ হীরার দ্যুতি সে হাসি গনি ।
বাইরে কি ডাকছে ও, বাহিরেতে নাহি যেও,

কাজ কি দরজা খুলে, দাও দোর দিয়া,—
আজ থাক্‌, কাল যাব কালিফোর্নিয়া।
শোন শোন, বনি ধনী, শোন মোর প্রিয়া,
কালিফোর্নিয়া!

(৯)

রিয়োদোজেনিরোর হাটে,
মাঝ পথে 'কিল্‌বার্ন' মাঠে—
দেখিনু মনোহর ঠাটে
চলেছে পাহাড়িয়া মেয়ে,
সোনার মত এলোচুল,
তাতেই গোঁজা বনফুল,
ঘটিল কি যে মোহ-ভুল,
রহিনু আন্‌মনে চেয়ে।
হাটের বেলা ব'য়ে যায়,
সে কথা ভুলে গেনু, হায়—
চরণ-ছোঁয়া সে ধূলায়
একলা রহিলাম বসি।
বালিকা ঘরে গেল ফিরে,
আঁধার ঘনাইল ধীরে,
উঠ্‌ল উদয়াচল চিরে
বাদুড়-চোষা পাকা শশী।

(১০)

"অরেঞ্জ কঙ্গো নীল লিম্পপো সবচেয়ে
সবচেয়ে কার নাম বেশি?"
—"জাম্বেসি।"

চরে হাতীর ছানারা তীরে,
কভু ঝাঁপ দেয় কালো নীরে ;
সেথা সিংহ, সিংহিনীরে ;
খুঁজে, খুঁজে পায় শেষাশেষি—
জাম্বেসি।

কোথা বাঘের বাচ্চা কাঁদে
হঠাৎ পড়িয়া কাঁটার ফাঁদে,
কোথা ঝরনার জল-ছাঁদে
নাচে গরিলার স্নায়ু-পেশী—
জাম্বেসি।

কোথা জিরাফ বাড়ায় গলা,
বোকা বোঝে না চিতার ছলা—
কোথা হিপো-গণ্ডার-চলা—
পথে হেথা হোথা মেশামেশি—
জাম্বেসি।

সেই মধুজাম্বেসি-তীরে—
কচি পাতা-ছাওয়া সে কুটিরে—
একা চেয়ে চেয়ে কালো নীরে
রহে প্রিয়া মোর এলোকেশী—
জাম্বেসি।

আমি শিকার খুঁজিয়া ফিরি—
যেথা জল বহে ঝিরিঝিরি—
আর গান গাই ধীরি ধীরি—
সে যে কত ধুয়া পরদেশী—

"অরেঞ্জ কঙ্গো নীল লিম্পপো সবচেয়ে,
সব চেয়ে কার দাম বেশি ?"
—"জাম্বেসি।"

(১১)

থম্‌থমে রাত্তির ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি,
ডুব্‌ল কি পথ-ঘাট ডুব্‌ল কি সৃষ্টি,
ডুব্‌ল কি প্রেইরী, হারাল কি খেই রে,
নীল মেঘ-বনানীর আঁধারিল দৃষ্টি।

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ জলধারা ঝর্‌ছে,
ছুনিয়ার কলটায় পড়বে যে মর্‌চে,
প্যাগলা আকাশটার আজ জানি হ'ল কি,
আপনারে নিঃশেষ কর্‌বে কি খর্‌চে!

প্রিয়ার আমার মাঝে জল-থৈ-থৈ রে,
এই সালে ছাওয়ানো তো হয় নাই ছই রে
এলোকেশে ঝরে তার আকাশের কান্না,
চোখে জল ছলছল, মুখে, "প্রিয় কই রে ?"

(১২)

সোনার বরন চুল—
উপল পথে চপল যেন
ঝরনা কুলুকুল!
কানে মোতির ছুল,
যেন রক্ত-রাঙা ফুল!
কানে ছুল্‌ছে দোছুল ছুল!

সিংকা পারী মাগ্‌দালেনে
নেইকো তাহার তুল।

সোনার বরন চুল,
ঢেউয়ের বুকে ফেনার ফণা
হাওয়াতে গুগ্‌গুল!
ঘট্‌ছে মনের ভুল,
আমি হারিয়ে গেছি কূল,
গোছা ত্বল্‌ছে দোত্বলত্বল।
স্থদের রসে মন ভুলেছে
চাই নেকো আর মূল।

(১৩)

ত্ব ফুট বহর
বরফের ঘর,
তাহারি শহর কেল্লা—

"ওরে বেটা তিমি,
মরণ নিকট
তোর যত খুশি জোরে চেল্লা।
তীরেতে দাঁড়ায়ে তোর চেঁচামেচি
ওই দেখ্‌ প্রিয়া শুন্‌ছে,
আমারে সে চেনে, ভাবে মিছামিছি
তিমি কেন জল ধুন্‌ছে।"

ধব্‌ধবে সাদা
মার্‌বল্‌ দাদা,
ঠিক যেন হাঁদা পর্বত—

"ওরে বেটা তিমি
কর্ ছট্‌ফট্
প্রিয়া চর্বির খাবে শর্বত।
তোর চামড়ায় হবে তাহার পিরাণ
কাবাব বানাবে মাংসে,
যত খুশি জোরে ছোঁড়্ লেজখান
বরফের চাপ ভাঙ্‌সে!"

আমাদের ঘরে
রৌদ্রের করে
ঝল্‌মল্ করে স্বর্ণ—
"ওরে বেটা তিমি
মিছামিছি জল
তুই করিস ঘোলা বিবর্ণ।
প্রিয়া, তোর চামড়ার পিরান খুলিয়া
দেয় নি পর্শ অঙ্গে,
সে যে হ'ল কত কাল, গিয়াছি ভুলিয়া
ভেসেছি জল-তরঙ্গে!"

সেই ঘরে আলো
চোখ দুটি কালো
কারে বাসি ভালো নিত্যি—
"ওরে বেটা তিমি
চুপ্‌চাপ্ চল্
ওই পড়ে বুঝি তার পিত্তি!

ছ মাস জোগাবি মোদের আহার—
সেটা তোর কম গৌরব!
থাম্ থাম্, দেখি প্রিয়ার বাহার—
লই তার দেহ-সৌরভ।”

(১৪)

আজিকে আমার এসেছে সহেলি, পহেলি এলাহী রাতিয়া,
মোর অঙ্গের ক্ষেতে জ্বেলে দে জ্বেলে দে হাজারো রঙিন বাতিয়া
মেহ্মান আজ বহুৎ এসেছে আমার দেহের আঙনে।
আঁখ-ওঠ্-ছাতি সাঙাতি করেছে পহেলি পাগল শাঙনে।
সখি রে—তুহারে বনাব শরাব, শরাব বনাব সখি রে,
বেহুঁশ হইবে বেবাক তুনিয়া, ও-শরাব বিখ্ ভখি রে।
মোর আঙুরের ক্ষেত মেদিরায় আছে, মেদিরা সে বহু দূর—
তুহার দেহের শিরীন্ শরাবে নেশায় হইব চুর!
আজিকে আমার এসেছে সহেলি, পহেলি এলাহী রাতিয়া,
মোর অঙ্গের ক্ষেতে জ্বেলে দে জ্বেলে দে হাজারো রঙিন বাতিয়া

(১৫)

জাগো সখি জাগো রে, ‘বল্টিক’ সাগরে
উঠল সূর্য যেন গোল পাঁউরুটিটি—
জাগো সখি জাগো রে, হিমজল-সাগরে
গোল রুটি সূর্য, সেঁকা তার দু পিঠই।

স্লেজ-টানা হরিণেরা দাঁড়িয়েছে বাইরে,
জাগো জাগো প্রিয় সখি, রাত আর নাই রে—

যেতে হবে বহু দূর, ঝল্‌কায় রোদ্দুর
চোখ যেন ঝল্‌সায় বাধা পেয়ে তুন্দ্রায়,
যেতে হবে বহু দূর, বরফে হানিয়া ক্ষুর
হরিণেরা ডাকে, জাগো, থেকো নাকো তন্দ্রায়

জেলেরা বাহির হ'ল শীল তিমি ধরতে,
মর্‌বে কি মার্‌বে যে শুধু এই শর্তে!

জাগো সখি জাগো রে, বল্‌টিক্ সাগরে
ফিরবার কালে যেন না ডোবে ও সূর্য!
জাগো সখি জাগো রে, নেক্‌ড়েরা হাঘরে
রাত হ'লে মান্‌বে না বন্দুক-তূর্য।

(১৬)

হটেন্‌টট্‌! ভীষণ শঠ,
নেই ধরম দেওতা মঠ।
বাঘের সাথ দিবস রাত
খেল্‌ছে কোন্ বীরের জাত?
বনের মাঝ শিক্‌রে বাজ
সেঁধোয় কে সকাল সাঁঝ?
হাতীর শির কাহার তীর
ক্ষুর-সমান খাওয়ায় চিড়,
পশু-রাজার ঠিক সাজার
মালিক কে, খুন তাজার?

হটেন্‌টট্‌ !   নামাও ঘট,
ভয় কিসের, নে চট্‌পট্‌ ।
সোয়ামী তোর বান্দা মোর,
চোখে আমার লাগ্‌ল ঘোর ।
মিথ্যা ছল্‌ !   কর্‌ব বল্‌,
ক'রে পিয়ার ভর্‌বি জল !
ভাই তোমার সে কোন্‌ ছার,
আসে আসুক বাপ এবার !
হটেন্‌টট্‌ !   ভীষণ শঠ,
নেই ধরম দেওতা মঠ ।

(১৭)

আজ সাঁজে চাঁদ সই, উঠল বনের ফাঁকে ধবধবে পথঘাট জোছনায়,
লাগছে আঁধার ঘোর তবু সই চোখে মোর, এসো তুমি জ্বেলে দেবে রোশনাই ।
রূপার ওড়না কার পড়েছে বনের পথে হেথা-হোথা ছোটখাটো টুক্‌রায়,
আবছা আলোক দেখে চম্‌কিয়ে বোকা পাখী থেকে থেকে ওই শোন ডুক্‌রায় ।
হঠাৎ পরশে কার ঝরনার জলধারা কঠিন তুষার হ'ল থম্‌কে,
তিয়াষী বনের পশু জল খেতে সেথা এসে ওই দেখ ফিরে যায় চম্‌কে !
তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু ব'য়ে যাক্‌ ঝরনা,
ডাক্‌ছে পাহাড় বন, ডাক্‌ছে এ দেহ-মন, ফেলে দিয়ে এস ঘর-করনা ।
দুজনে বস্‌ব যেথা ফোটা ফুল বাস দেয় নিবিড় আঁধারে লতা-কুঞ্জে,
দেখব মু'খানি তব রহি রহি চম্‌কানো চঞ্চল খদ্যোৎপুঞ্জে ।

ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জোছনা ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে সিংহের গর্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
চুমায় চুমায় শুধু ছাইব ওষ্ঠাধর ভুল হবে চরাচর সৃষ্টি,
চকিতে হইবে মনে চাঁদ শুধু ঢালে সুধা, সে সুধা তরল আর মিষ্টি।
এস এস এস সখি, ডাকে ওই জ্যোৎস্না ঝরনার কুলু কুলু ছন্দে,
আবছা রূপার আলো আজকে পড়ল বাঁধা ঘন তিমিরের বাহু-বন্ধে।
পূর্ণিমা-চাঁদ ওই উঠল বনের চূড়ে ধবধবে পথ-ঘাট জোছনায়,
আমার নয়নে সখি আঁধার শ্রাবণ রাতি, এস এস জ্বেলে দাও
রোশনাই।

দুই

"পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" এই পর্যন্ত প'ড়ে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় যে প্রোটেস্ট্‌ করেছিলেন, সেটাও তাঁর অনুমতিক্রমে এখানে মুদ্রিত হ'ল—

কবি ওগো কবি,
উত্তপ্ত তোমার কাব্য-গোবি
ছড়াইয়া আছে হের দিগন্ত আগুলি—
সিদ্ধি ভাঙ কিংবা গাঁজা গুলি
যাহা কিছু খাই
কাব্য-অনন্তের তব কিনারা না পাই !

নই আমি তব সম কবি—
ভারতীর সোল-এজেন্সি লভি
এ জগতে আমি আসি নাই,
স্বভাব-সুলভ-মোহে ভালবাসি নাই
ছন্দ-ধারাপাতে—
সখা, তাই জলে স্থলে উঠানে কি ছাতে
সর্বঘটে অবাধে অক্লেশে
মগজ-চোঁয়ানো তীক্ষ্ণ শ্লেষে ।

ভরাতে পারি না খাতা মুহূর্তেকে,
ছন্দ মম তিন ঠ্যাঙে চলে একেবেঁকে,
বেজে ওঠে কেঁদে কেঁদে, কে যেন সেতারে
কাঁচা হাতে গৎ ভেঁজে ছড়ায় বে-তারে ।

অতএব ক্ষমা,
তব মর্ম-লেজারেতে কর কিছু জমা

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

আমার ক্রেডিট-পাতে,
কবিতা ধরেছি ব'লে তোমার সাক্ষাতে।

তব প্রেম ফেটাল-আর্জে প'ড়ে
কল্পনায় চ'ড়ে
কত দেশে কর বিচরণ,
দুনিয়ার অন্দরেতে ফেল শ্রীচরণ
বেপথু বর্জিয়া,
মত্ত ছন্দ কন্‌ফিডেন্সে সঘনে গর্জিয়া।

কিন্তু সখা,
যদিও সকল চখীদের—তুমি একা চখা,
তবু হেরি তব পার্‌শিয়ালিটি—
এ শনিবারের চিঠি
রেকর্ড করে না তব ভীম প্রণয়ের
সার্বভৌম আবেগের জের।

সব দেশ ঘুরে এলে
বিবাহিতা পত্নীটিকে ফেলে,
কিন্তু গেলে নাকো চীনে,
জাপানী গেইশাগণও তব প্রেম বিনে
মরে খেয়ে খাবি।

আমি তাই ভাবি
কি কারণে কবি, তুমি
মঙ্গোলিয়া-ভূমি
বাঁচাইয়া তির্যক্ গতিতে
দেশে দেশে ঘর ভাঙ, সতীতে-পতিতে

বিচ্ছেদ ঘটাও,
পিউরিটান পিতা ’পরে কন্যারে চটাও!
নিপ্পনে কেপ্পন কেন তব ভালবাসা?
পিকিঙে ক্যাণ্টনে কেন বাঁধে নাকো বাসা
তোমার হৃদয়খানি?

কেন বাণী
বীণা-হীনা হন গেলে ব্যাঙ্কক, সাংহায়ে?
বল কবি আমারে সমঝায়ে,
খাঁদা নাক ঠুটো ঠ্যাং ব’লে
তুমি কি গো যাও নাকো গ’লে?

হেরিয়া ইয়োকোহামা-মঠ-বাসিনীরে,
আঁখি তব যায় নাকো কভু ভাসি নীরে!
টোকিও ওশাকা কোবে শুভ্র ফুজি-ক্রোড়ে,
পঞ্জর হৃৎপিণ্ড চাপে ওঠে নাকো ন’ড়ে?

কঙ্গো, মিসিসিপি
লভে তব লিপি—
হোয়াংহো ইয়াংসিকিয়াং ব’য়ে যায়,
বিরহে হতাশ চীন-সাগরেতে ধায়,
তব অবিচারে জরজর।
ইহার কিনারা কর কর।
হে বিশ্ব-প্রণয়ী, যক্ষ,
রক্ষ রক্ষ,
মেলিয়া কাব্যের পক্ষ।
বিদীর্ণ কলিজা বক্ষ
খাঁদা বোঁচা লক্ষ লক্ষ

রমণীরা তব সখ্য
নাহি লভি, লভে মোক্ষ।
অতএব রেখো লক্ষ্য
কাব্য-মরু-সাহারার হে কবি-হর্যক্ষ,
তারা যেন ভুলে গিয়ে ভক্ষ্য,
ইজের কিমোনো ফেলি স্বর্গে যায় দ্রুত,
আর ফেলি যায় গেতা—বেণুজাত জুতো!
সুলেমানী সল্‌ট্‌ খেয়ে উঠে প'ড়ে লাগি
কর সুবিচার—শুধু এই ভিক্ষা মাগি॥

তিন

বন্ধুবর প্রোটেস্ট করেছেন, আমার মন নাকি পথ চল্‌তে গিয়ে ফাঁকি দিয়েছে যত বুনো পাহাড়ে দেশে, মায় উত্তরমেরুতে পর্যন্ত সে দিয়েছে পাড়ি, কিন্তু চীন আর জাপানে কিকু হানা সাকুরা ফুটেছে আর ঝরেছে, পথের দু ধারে সারি সারি ফুলের গাছ—আমার নজরে পড়ে নি। জাপানী গেইশার বেণীবন্ধন আমি উপেক্ষা করেছি, ইয়োকোহামার মঠবাসিনীর শান্ত মূর্তি আমার চোখে 'নীর' আনে নি। বন্ধু ভুল করেছেন, ইচ্ছে ছিল—শুধু ঘাসের ফুলের মালা গাঁথব, প্রেয়সীর চুলে জড়াব সেই মালা। ফুল পৃথিবীতে অনেক ফোটে, আমার অর্ঘ্য-থালায় তাদের ঠাঁই দেব না। বনের মানুষের মনের কথা শুনতে চেয়েছি, পাহাড়-দেশের মেয়েদের বাহার দেখতে গেছি। সভ্যতার সৃষ্টি গ্রাম নগর রাজপথের ধারে চলতে ভরসা পাই নি—তারা তো নিজেদের কথা নিজেরাই বলেছে, আজও বলছে নিত্য নূতন ছন্দে, অপরূপ ভঙ্গীতে—গান গেয়েছে, সুর গেঁথেছে, মাল্য রচনা করেছে, মহাকাব্য সৃষ্টি করেছে। সৌধের পর সৌধ, অপূর্ব, বিচিত্র; ফলফুলশোভিত উদ্যান, নিভৃত নিকুঞ্জ, কুসুমিত উপবন। প্রেয়সীকে তারা শুধু চোখ দিয়ে দেখে নি, শুধু স্পর্শ ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, তার মনকে জাগিয়েছে, বলেছে—

অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা—

বলেছে—Where my heart lies, let my brain lie also!

আমি তাই সভ্য দেশগুলিকে পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে পাহাড়-বনের অন্ধকার, প্রান্তর-কান্তারের নির্জনতা খুঁজে খুঁজে চলেছিলাম; যেখানে আদিম মানুষ মুগ্ধ হয়ে চেয়েছে তার সঙ্গিনীর দিকে, তার দেহকে ভালবেসেছে, মনের নাগাল চায় নি। নইলে শুধু চীন জাপান কেন, শেক্সপীয়ার শেলী ব্রাউনিঙের ইংলণ্ড; হুগো বোদ্‌লেরের ফ্রান্স; গ্যেটে হাইনের জার্মানি; রবীন্দ্রনাথের বাংলা; হুইট্‌ম্যানের আমেরিকাতে আমি যাই নি। ভারতবর্ষে বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস ভবভূতি অমরু জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রেমের মহিমা কীর্তন ক'রে গেছেন; পারস্যে সাদি হাফিজ ওমর; গ্রীসে হোমর সাফো থিওক্রিটাস; ইতালিতে দান্তে ভার্জিল ওভিড প্রাচীন ও মধ্যযুগে

প্রেমকে জয়যুক্ত করেছেন; এসব দেশের মানুষ তাদের ভাষা পেয়েছে, মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম এখানে পাথরে গাঁথা হয়ে গেছে। এখানে পুরুষ শুধু প্রেমের মন্দিরে আহুতি জোগায় নি, মেয়েরাও বলেছে—

And wilt thou have me fashion into speech
The Love I bear thee, finding words enough.
And hold the torch out, while the winds are rough
Between our faces, to cast light on each ?
I drop it at thy feet. I cannot teach
My hand to hold my spirit so far off
From myself—me—that I should bring thee proof
In words, of love hid in me out of reach.
Nay, let the silence of my womanhood
Commend my woman-love to thy belief.—
Seeing that I stand unwon, however wooed,
And rend the garment of my life, in brief,
By a most dauntless, voiceless fortitude
Lest one touch of this heart convey its grief.

এখানকার মেয়েরাও তাদের চরমতম বাসনা প্রকাশ ক'রে বলেছে—

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me ;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree ;
Be the green grass above me
With showers and dew-drops wet ;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain ;
I shall not hear the nightingale
Sing on as if in pain ;
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember
And haply may forget.

তাই নমস্কার করি, গ্রীস রোম পারস্য ভারতবর্ষ চীন জাপান ইংলণ্ড জার্মানি ফ্রান্স আমেরিকাকে—সকল সভ্য দেশকে; নমস্কার করি, ভাষায় প্রকাশিত মানুষের প্রেমকে, দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে যা পৌঁছেছে। প্রেম সম্বন্ধে চরম কথা তাঁরা বলেছেন—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥
কত মধু যামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল ॥

কিন্তু আলোক আর অন্ধকার এই দুই নিয়ে জগৎ। আঁধারের মানুষ এখনো পথ খুঁজে ফিরছে। সৃষ্টির আদিম যুগের বিস্ময়ের ঘোর এখনো তার কাটে নি। সে মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর পানে চেয়েছে, অর্ধব্যক্ত ভাষায় বলেছে—ভালবাসি। যা দেখি, যা ছুঁই, যা ভোগ করি, তাকেই ভালবাসি। এই মুগ্ধ দৃষ্টি, এই স্পর্শ-লোলুপতা, এই ভোগস্পৃহাই আমার ঘাসের ফুল। আমি এরই সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, "বাকি আমি রাখব না কিছুই।"

এমন সময় বন্ধু প্রোটেস্ট করলেন। চীনে জাপানে যেতে হবে। গেলাম। শাম্পানে চেপে সূর্যোদয়ের দেশের ঘাটের কূলে পৌঁছেছি, পাশের শাম্পানে গলুয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় একজন গান ধরেছে—

নীল আকাশে তিন-কোণা
হাল্‌কা মেঘের আল্‌পনা—
মেঘ নয়কো তুষার ও, সেলাম ফুজিসান।

নামিয়ে দে রে পালগুলো
নিবিয়ে দে রে সব চুলো,
তীরের কাছে ভিড়্‌ব গিয়ে, সাবাস্‌ রে শাম্পান।
নিথর নীল সাগর-জল,
দাঁড়ের ঘায়ে ছলাৎ ছল—
ঢেউ নেইকো সাগর-বুকে, আমার বুকে ঢেউ।
কে জানে সে আস্‌বে কি ?
আব্‌ছা ছবি কার দেখি,
ঢঙ দেখে ভয় জাগ্‌ছে মনে আর বুঝি বা কেউ।
তীরের কাছে গাছের সার,
ভোরের আলোয় অন্ধকার—
সাবাস ভাই, এই তো চাই, জোর্‌সে ফেল দাঁড়।
নীল রুমাল,—প্রিয়াই ঠিক!
ওদিক নয়, চল্‌ এদিক—
দোহাই বাবা ফুজিসান, তোমায় নমস্কার!

তীরে নামা গেল। কুরুমার[১] যেন ভিড় লেগেছে। আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরল। উঠে পড়লাম একটাতে। গান গাইতে গাইতে বাহক চলল—

বড্ড ভিড়, জোর্‌সে চল্‌, সাবাস্‌ বীর চল্‌ সিধা—
হা হুইদা, হো হুইদা, ওয়াহো, হা হুইদা।

ছাড়িয়ে এনু সাগর-তীর—নয় কুরুমা, উড়্‌তি তীর—
সাতটি সিকা না দিই যদি গিন্নী আমার করবে মান।

(১) রিক্‌শা।

এক পলকে কাবার রি[১], দশটা পথের মোড় ফিরি,
সাকের[২] খেয়াল নয়কো এ, দিই না কভু হ্যাচ্‌কা টান।
ডাইনে নয়, বাঁয়সে কি? সামনে যাই, নাই দ্বিধা!
হা হুইদা, হো হুইদা, ওয়াহো, হা হুইদা।

মাঝ পথে ওই গেইশারা[৩] নাচছে যে পাগল-পারা,
মুখপুড়ীরা সর্ না রে, শুনিস না কি? নাই কি কান?

দেমাক দেখে পায় হাসি, টাটকা ফুল কাল বাসি,
গিন্নী তাজা নিত্যি রে, তাইতে খাবি খাচ্ছে প্রাণ!
মিষ্টি আজ কাল কটু, তাইতে তো না যায় ক্ষিধা—
হা হুইদা, হো হুইদা, ওয়াহো, হা হুইদা।

হঠাৎ এক জায়গায় দেখি, আর একটা কুরুমা সঙ্গ নিয়েছে। দুই কুরুমার পাল্লা লেগে গেল। আমি একা, অন্য কুরুমায় দুজন—একটি পুরুষ একটি স্ত্রী, সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে স্বামীকে কি যেন বলছে, স্বামী দুটি-একটি কি প্রশ্ন করছে। কান পেতে সেই হট্টগোলের ভিতরেই শুনলাম—

স্ত্রী। ও কি ও, ও কি ও,
এসে গেছি তো কিও!
স্বামী। পথে ওই দাঁড়িয়ে কে?
স্ত্রী। মোর প্রিয় সখি ও।
স্বামী। দু পথের মোহানায়
ও কে?

(১) প্রায় ২॥ মাইল। (২) মদ। (৩) নর্তকী।

স্ত্রী। ও যে ওহানা!
হেঁকে কয়, 'সখি এল,
দুধ তবে দোহা না।'
আহা, ছাড়, কর কি?
দেখবে কে, সর, ছি!

স্বামী। সাপ নই, ব্যাঙ নই,
ওঠ কেন গরজি?

স্ত্রী। যাচ্ছি কি পালিয়ে?
ঘর নয়, খালি এ—
ঘরে চল তোমাকেই
মার্‌ব যে জ্বালিয়ে!

স্বামী। বুঝেছি তা ধরনে,
থাক্‌ব কি স্মরণে?
ফির্‌বে মাতিয়ে পাড়া
চঞ্চল চরণে!

স্ত্রী। গেল পাঁচ বর্ষে
আসি নাই ঘর সে,—

স্বামী। তাই ভয় মোরে বুঝি
ভুল্‌বে সে হর্ষে!

কি মীমাংসা হ'ল শুনতে পেলাম না। ছাড়িয়ে এলাম। খানিকটা যেতেই দেখি, একটা আটচালার মত ঘরে ব'সে এক দল ছোকরা মদ খাচ্ছে আর সবাই একসঙ্গে গান গাচ্ছে—

জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে,[১]
সাকে দে সাকে দে সাকে দে দে রে।

---

(১) মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুড়ো গেল গড়িয়ে।

তোকোনোমায়[১] আছে বোতল তোলা,
ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিছে খোলা,
(কিছু) বেগনি কি ফুলুরি ভাজা ছোলা
আনিয়ে নে এই বেলা, আনিয়ে নে নে রে।
জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে ॥

হোটেলে যাবে কে, দর যা বেশি,
চুষবে রেস্ত সবই শেষাশেষি !

গেইশা দু-চারটাকে আন্ না ধ'রে,
চুমুকে হবে কি, টান্ না জোরে,
হাস্ছে কেন ওরা দাঁড়িয়ে দোরে—
(কিছু) আছে বাকি ? ওদের দে দে দে দে রে।
জীসান সাকে নোন্দে য়োপ্পারাত্তেরে।

মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। গানের সুর আমার মগজেও নেশা ধরিয়ে দিলে। কত কি যে ভাবতে লাগলাম ! বনের মানুষ সভ্য হ'ল, শহর পত্তন করলে, নিজেকে রেখে ঢেকে চলতে লাগল। কলে বাঁধা নিয়মের দাস শিক্ষিত মানুষ, তার সহস্র বাঁধন, অসংখ্য গণ্ডী। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে কেন ? মাটির বুকে গজাল ধান, গজাল আঙুর। তাই পচিয়ে মদ হ'ল। মদ খেয়ে সভ্য মানুষ সভ্যতা ভুলল। ফিরে এল সেই আদিম বর্বরতা। মাতালের ফিলসফি হ'ল পৃথিবীর সেরা ফিলসফি। বিস্মৃত অতীতের কথা ভিন্ন রূপে আবার তার মনে প'ড়ে গেল।

যাদৃশী ভাবনা যস্য—দু পা যেতে না যেতেই দেখি, আর একটা জায়গায় মেয়ে-পুরুষে খুব হল্লা করছে—সবাই তরুণ আর তরুণী। নাচ-গান চলছে—

---

(১) কুলুঙ্গি।

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

পড়েছি ঘূর্ণি-পাকে,
নাচি গাই পথের বাঁকে
হাতে হাত কাঁধে কাঁধে—
ফুর্তি চালাও।

বসিয়া দুয়ার-পাশে,
বুড়োরা মুচকে হাসে—
খুক্‌ খুক্‌ কেউ বা কাশে—
ফুর্তি চালাও।

বুড়ীরা বলছে কারে,
এত আর ঢলাস্‌ না রে,
রূপসী ঘাড়টি নাড়ে—
ফুর্তি চালাও।

দুখে আজ মারো লাথি
আজিকে পোহাক রাতি—
হবে হোক কালকে সাথী—
ফুর্তি চালাও।

আজিকে হল্লা খালি
পোড়া রে মনের কালি,
সুরা আর সুর দে ঢালি—
ফুর্তি চালাও।

হা হা হা হো হো হো হো
নাইবা কাটল মোহ—
করেছি সমারোহ—
ফুর্তি চালাও!

কুহুমাটাকে বিদায় দিয়ে একটা বাগানে গিয়ে বসলাম। ঘোঁড়ার পা থানায় পড়ে। সেখানেও দেখি, একদল ইউরোপীয় ছাত্র গোলাপী নেশায় মশগুল হয়ে একটা জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। একজন গান ধরেছে—

কাঁচা প্রেমে অহো দুনিয়াটাকেই দেখায় রঙিন দেখায় রে,
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—
পথে যেতে যেতে চুমুকে সে সুধা পান ক'রে কেবা যায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—

পরাণ তাহার প্রেমের কিরণে ঝলমল করে ঝলমল—
আঁখিতে এখনো ঝরেনি অশ্রু কণা নাই আঁখি ছলছল,
বেদনা কোথায় প'ড়ে আছে চাপা আজো যৌবন ঢলঢল—

সোনার স্বপন দেখি সে আজিও ঘুমঘোরে চমকায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—

বয়স যেমন বেড়ে ওঠে বিষ হয় সেই প্রেম হায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—
গাঁজিয়ে ওঠে সে সুরার পেয়ালা ভয়ে উৎকণ্ঠায় রে—
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা—

অতীত তাহার সোনার কিরণে ঝলমল করে ঝলমল—
সুখের দিনের স্মরণে নয়নে দুখের অশ্রু ছলছল,
ভাঙা যৌবন যেটুকু রয়েছে তাও যে করিছে টলমল—

সুমুখে তখন রুদ্ধ যে পথ পিছু পানে তাই চায় রে!
ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা ট্রালালালা লা-লা।

যৌবনের হর্‌রার মধ্যেই বিষাদের ঘোর, শুধু কি গানের খেয়াল! অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বাগান ধীরে ধীরে জনবিরল হ'ল। একলা ব'সে ব'সে ভাবছি—এবারে কোথায় যাওয়া যায়, পাশের একটা ঝোপে যেন ফিসফিস আওয়াজ শুনলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। শুধু শোনা গেল, কে একজন কাকে বলছে—

তব বাতায়ন-তলে আমি সখি, নীরবে দাঁড়ায়ে রহিব,
যখন জ্যোৎস্না হইবে ম্লান,
আবছা আলোয় ঢাকিবে মেদিনী, ভয়ে ভয়ে আমি রহিব,
আমি মধুরে গাহিব গান।
কোমল শয্যা 'পরে শুয়ে তুমি সোনার স্বপন দেখিবে,
মুখে ফুটিবে ঈষৎ হাসি,
ভাঙিলে নিদ্রা বাতায়ন খুলে চকিতে চাহিয়া দেখিবে
শুধুই ঊর্ধ্বে তারকারাশি।
ঘুমের আবেশে ফেলিবে ছুঁড়িয়া দলিত কবরী-কুসুমে
কত মধুর সে অবহেলা!
সযতনে সখি লইব কুড়ায়ে ধূলিলুণ্ঠিত কুসুমে
তোমার কবরী খসায়ে ফেলা।
ভোরের তুষার-সমীর তোমার ললাট যাইবে পরশি
তুমি পারিবে কি সখি জানিতে,

হৃদয় আমার হইল শীতল তোমার অধর পরশি
সে কোন্ দীরঘ নিশাসখানিতে!

সখী কি জবাব দিলেন শোনবার বাসনা হ'ল না। জাপান ছেড়ে দ্রুত সূর্যকরের সাথী হয়ে চীনে পাড়ি দিলাম। জাপানে যে চাঞ্চল্য দেখে এলাম, এখানে তার কিছুই নেই, সব শান্ত সমাহিত। যে যার আপন কাজে বেরিয়েছে। কারু মুখে হাসি নেই, গম্ভীর মুখে পথিকেরা পথ চলেছে—সবাই যেন এক-একটা বুদ্ধমূর্তি। এদের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আছে কি-না বোঝা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা এদের চোদ্দ বছরের ছেলের মুখেও যেন মাখা রয়েছে।

পথ চলতে এক জায়গায় গান শুনে চমকে উঠলাম। চীনেরা গান গায়! দেখি, একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সর্দার গান গাচ্ছে আর সেই তালে তালে সব কুলিরা কাজ ক'রে যাচ্ছে—

কে যাবি রে সাংহায়ে
আংরাখা নে রাঙ্গায়ে,
ঠক্ ঠকাঠক্ ঠোক্ হাতুড়ি
তোল্ কড়ি আর বর্গা তোল্,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস্ মিছা গণ্ডগোল।

মিথ্যা কাজের দাঙ্গা এ
মনটাকে নে চাঙ্গায়ে,
বেড়ায় যারা ফুলিয়ে ভুঁড়ি
হোক না তাদের চামড়া লোল,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
হাতের টানে পাহাড় তোল্।

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

তুল্‌তে হবে চারতলায়
হাঁক্ রে সবাই জোর গলায়—
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
পীত-সাগরে ভাস্‌ছে ঘর,
কান পেতে কে শুনছে গান
হিসাব করিস্ ছুটির পর।

ধন্য সড়ক কার চলায়
পলার মালা কার গলায়,
চাম্‌চে কাঠের মাজছে ওই
ঝুলিয়ে দু পা জলের 'পর,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
ঠোক্ ঠকাঠক্ জল্‌দি কর্।

সময় অতি মাঙ্গা রে,
কার বিয়ে কার সাঙ্গা রে!
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
কে ভরেছে প্রিয়ার কোল,
আমার হাতের তৈরি দোলা
চোখ বুজে কে খাচ্ছে দোল!

কে যাবি রে সাংহায়ে
আংরাখা নে রাঙ্গায়ে,
ঠক্ ঠকাঠক্ ঠোক্ হাতুড়ি
তোল্ কড়ি আর বর্গা তোল্,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো জোয়ান,
করিস্ মিছা গণ্ডগোল।

মুটে-মজুরের গান, তার মধ্যেও তেমন উচ্ছ্বাস নেই, আশ্চর্য দেশ! রাস্তা ছেড়ে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করব ভেবে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। একটা ঘর, মধ্যে একটা কাঠের পার্টিশন দেওয়া। চা খেতে খেতে পার্টিশনের ওপারে শুনি বিশ্রম্ভালাপ চলছে—স্ত্রী ও পুরুষ কণ্ঠে। স্ত্রীকণ্ঠ বলছে—

যদি আমায় বাসো ভালো—
আমার নয়ন দুটি কালো
আমার কালো চুলের রাশি—
তবে শোনো প্রিয় শোনো,
কহি, গোপন কথা কোনও,
ভেবে ফুটছে মুখে হাসি।
আমি তোমার লাগি প্রিয়,
হব হবই রমণীয়—
বল, কে চায় কুসুম বাসি?
তোমার পায়ে গেতার মত
লেগে রইব অবিরত,
কভু হাওয়ার মত ভাসি,
আমি হানব পরশ গায়ে
একা চলব তোমার গাঁয়ে,
তুমি হও যদি উদাসী,
শুধু এইটুকু জানিও
তুমি একলা নহ প্রিয়—
কানে বাজ্‌বে অনেক বাঁশী!
যারা বর্‌বে সমাদরে
আমি আছি তাদের তরে
যারা বল্‌বে—"ভালবাসি,"

তুমি তখন বোকার মত,
দেখো দেখিয়ে বুকের ক্ষত,
আমায় বল্‌বে, "সর্বনাশী!"
আমি বল্‌ব শুধু হেসে,
কেন নাও নি ভালবেসে
পাশে হাজির ছিল দাসী।

যুক্তিটা মন্দ নয়, কিন্তু এ নায়িকা প্রগল্‌ভা। প্রেমিকবরের জবাব এত মৃদু যে চেষ্টা ক'রেও শুনতে পেলাম না। দোকান ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা সুবৃহৎ বাগানের হাতায় ঢুকে পড়লাম, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাগান নিশ্চয়। একটা গাছের তলায় একটা পাথরের আসনে ব'সে আছি। একটু তন্দ্রার মত এসেছে। তন্দ্রার ঘোরেই শুনলাম একটা অত্যন্ত ব্যথিত মিষ্টি সুর—নারীকণ্ঠ। কোন কুঞ্জে আত্মগোপন ক'রে কে যেন গাইছে—

এসো না এসো না, শোন মিনতির কথা।
তুমি আন্‌মনে এসে আমার গোপনকুঞ্জে
যদি নয়ন মেলিয়া না হের কুসুমপুঞ্জে
সেও ভাল, তবু দলিত ক'রো না লতা।

আমি রহি নাকো হেথা সকাল সন্ধ্যা রহি না,
তরু-আলবালে জল সেচিবারে জল বহি না,
আমি ভালবাসি শুধু দুপুরের আর নিশীথের
নীরবতা।
এসো না এসো না, শোন মিনতির কথা।

তব চরণের ঘায়ে মরে যদি লতা দুখ নাই মোর দুখ নাই,
জননী আমার পশিয়া কুঞ্জে দেখে যদি শুধু ভাবি তাই—

তাহারে বলি বা কি—
'কুঞ্জে আমার এসে ফিরে গেছে অকাল-বৈশাখী,
ধূ-ধূ গোবি-মরু উত্তরি' মা গো, হিম আলতাই হতে
চকিতে আসিয়া ফিরেছে চকিতে চরণচিহ্ন রাখি,
সে তো বোঝে নি আমার ব্যথা।'—
এসো না এসো না, শোন মিনতির কথা।

বড্ড ভয় ভয় করতে লাগল। ব্যথার ভয়ে বাংলা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি, এখানেও সেই ব্যথা! রাগানে থাকতে আর ভরসা হ'ল না, একছুটে একেবারে চীন পেরিয়ে অনেক পাহাড় জঙ্গল নদী ছাড়িয়ে একটা জায়গায় এসে পড়লাম—জায়গাটার নাম জানি না। দেখি, পাঁচজন ন্যাড়ামাথা লোক সামনে এক এক বদনা মদ আর একটা ক'রে পেয়ালা নিয়ে ব'সে আছে। মদ খাচ্ছে, ন্যাড়া মাথা নাড়ছে আর গাইছে—

ভর্ রে সুরা ধর্ পেয়ালা
আঁধার জীবন কর্ রে আলা,
সুখ ক্ষণিকের সুখ দেয়ালা,
দণ্ড দুয়ের হর্‌রা চালা, বাস্!

নিশির শিশির রয় না রোদে
মেলেই আঁখি নয়ন মোদে,
কি প্রয়োজন নীতির বোধে?
শান্তি কি ছাই মন-নিরোধে পাস্!

জ্বল্‌ছে বুকে বিস্‌সুবিয়াস্,
যীশুর বাণী কন্‌ফুসিয়াস্
মেটায় কি সে মনের তিয়াষ
ধর্ম কারো পূরায় কি আশ, কও?

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল

ভ্রমর বেড়ায় ফুলে ফুলে
ফোটায় সে হুল সব মুকুলে,
রাখ মনের দরজা খুলে
পাচ্ছ যা, তা দু হাত তুলে লও।

জন্ম আগের স্মরণখানি
মনে তোমার নেই তা জানি।
ভবিষ্যতের ভাবনা টানি
মিথ্যে এ সব হানাহানি ভয়—

সবই যখন ভুল্‌বে দাদা,
সুরায় 'সুরা' ভুল্‌তে বাধা?
সামনে পিছে বেবাক সাদা—
দণ্ড দুয়ের রঙ জেয়াদা নয়।

শুনে একটু সুস্থির হওয়া গেল। কিন্তু এবারকার যাত্রায় সেই সহজ প্রেমের সন্ধান আর মিলল না। ঘাসের ফুল শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে। শুধু আঙুরের ক্ষেত দেখলাম। প্রেয়সীর কাছে সময় নিয়েছিলাম, কিন্তু মালা আর সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। ভবিষ্যতেও আর চেষ্টা করব না। জানি, চেষ্টা বিফল হবে, মানুষ সভ্য হয়েছে। তার মনের সে সারল্য নেই।

অসম্পূর্ণ মালাই প্রেয়সীকে নিবেদন করলাম, সঙ্গে নিবেদন-লিপি—

তোমার লাগিয়া সখী, গিয়েছিনু বহু দূর পার হয়ে নদী-গিরি-সিন্ধু,
আঁধার তিমির ভেদি গহন বনের মাঝে আহরিতে ফুল-মধু-বিন্দু।
বাঘের গুহার মুখে ক্ষুদ্র ঘাসেরা যেথা আপনিই ফুল হয়ে ফুট্‌ছে,
বনের মেয়ের পায়ে সবল বনের যুবা অসহায় যেথা মাথা কুট্‌ছে,
যেখানে সাপেরা চলে রেখে যায় ঘাসবনে মসৃণ বক্ষের চিহ্ন,
ক্বচিৎ আলোকরেখা ভয়ে ভয়ে পশে যেথা তিমিরাবরণ করি ছিন্ন।

যেখানে জলের ঢেউ উদ্দাম-উত্তাল, যেখানে জলের ঢেউ স্তব্ধ—
রহি রহি ওঠে যেথা তিমির লেজের ঘায়ে বরফের চাপভাঙা শব্দ।
যেখানে কাঁটার গাছে ফুটেছে রঙিন ফুল বিতরিছে মৃদু মধুগন্ধ,
কাঁটা-ঘায়ে আঙুলের ক্ষতমুখে রক্তের লাল রঙ দেখে মহানন্দ।
তুষিতে প্রিয়ার মন অবোধ যুবক যেথা ক্ষুরধার নদী যায় সাঁত্‌রে,
হাতী-বাঘ-গণ্ডার-সিংহের বাসভূমে নির্ভয়ে ধায় কুহুরাত্রে।
যেখানে ঘাসের বুকে ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঝলমল করে ক্ষীণ রৌদ্রে,
আঁখিতে আঁখিতে প্রেম, প্রকাশের ভাষা আজো
পায় নাই পদ্যে কি গদ্যে।
সেই ফুল সেই ভাষা সেই শিশিরের কণা গাঁথিয়া এনেছি মোর ছন্দে,
কণ্ঠে পরহ মালা কানে কানে কহ কথা ধরা দিয়ে দুটি বাহুবন্ধে।
এ শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখী ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

["পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল" 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এবং ওই বৎসরেরই ভাদ্র মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

মাইকেলবধ-কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত হতভাগ্য ছিলেন এবং তিনি নিতান্ত অকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কালে বাংলা-কবিতার এমন ছন্দ-সাচ্ছন্দ্য ছিল না। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, কান্তিচন্দ্র, নজরুল, বিনয়কুমার, দিলীপকুমার, সুধীন্দ্রনাথ, সমর ও হীরালাল প্রভৃতি ছন্দবিদেরা তাঁহার পরবর্তী কালে জন্মিয়া 'ফ্লারিশ' করিয়াছেন এবং হরপ্রসাদ, নগেন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, বসন্তরঞ্জন, ফাদার হস্টেন ও সুনীতিকুমারের পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ফলভোগ করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হয় নাই—অর্থাৎ বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, ময়নামতীর গান, কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত ভাষা ও ছন্দের রূপ তিনি দেখেন নাই। ক্ষিতিমোহনবাবুর দৌলতে প্রাপ্ত মীরা-দাদূর হিন্দী দোঁহার রূপও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। তিনি স্বয়ং আবাল্য ইংরেজী ফরাসী লাতিন শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দরুন তৎকালে প্রচলিত টপ্পা কবি হাফ্-আখড়াই পাঁচালী রামপ্রসাদী বাউল ভাটিয়াল প্রভৃতিরও সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না। পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ভার্জিল, দান্তে, মিল্টনের ব্ল্যাঙ্কভার্সের অনুকরণে বাংলায় তৎকালে বহুলপ্রচলিত পয়ার ভাঙিয়া সেই যে এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে হাত পাকাইয়াছিলেন—সেই একঘেয়ে ছন্দই তাঁহার কাল হইয়াছিল। আজিকার দিনে সুতরাং তিনি অচল। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চল করিবার জন্য আমরা বহুপূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে একবার তাঁহার 'মেঘনাদবধে'র গোড়ার কয়েকটি পংক্তির আধুনিক নানা ছন্দে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম, 'ক' দ্রষ্টব্য। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও 'উদয়ন' পত্রিকায় মাইকেলের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া চল্‌তি ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়া মাইকেলের বিপুল সম্ভাবনা বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, 'খ' দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের চল্‌তি রূপে কিছু দোষ ছিল, আমরা 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার ভ্রম-সংশোধন করি, 'গ' দ্রষ্টব্য।

তাহার পর আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে; সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'র প্রথম কয়েকটি পংক্তিকে পুরাতন ও আধুনিক কয়েকটি ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য

আমাদিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহার নির্দেশমত আমরা চর্যাপদ হইতে শুরু করিয়া কালানুক্রমিক আধুনিক গদ্য-কবিতা পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া এই ছন্দ-প্রকরণ প্রস্তুত করিয়াছি। "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত ঋগ্বেদ হইতে জয়দেব পর্যন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এই পংক্তিগুলির রূপান্তর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন কবির প্রথানুযায়ী মাইকেলের ভনিতাও দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের দিক দিয়া এই ছন্দ-প্রকরণটিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্য ইতিপূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর ও তাহার আমাদের কৃত সংশোধনও এই সঙ্গে প্রথমেই প্রকাশ করা হইল।

মাইকেলের মূল (১৮৬১ খ্রীঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি !
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত অনুবাদ (১৯২৯ খ্রীঃ)

ক।

(১)	(২)
সমুখ আহবে	নেহাৎ অকালে
প'ড়ে আহা, যবে	যমের মহালে ;
সেরা বীর ভবে	কোন্ সে ছাওয়ালে
বীরবাহু সে,	রক্ষঃপতি,
ধরণীর কোলে	রাঘবের অরি
ত্যজি দেহ-খোলে	কহ বাগীশ্বরী,
প্রাণ তার চ'লে	ভেজে পুনঃ করি
গেল বেহুঁশে	সেনা-সারথী ?

খ। চল্‌তি ছন্দে—রবীন্দ্রনাথ কৃত (১৯৩৪ খ্রীঃ)

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে শেষে গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবন কাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের শত্রু যিনি, রক্ষকুলের নিধি ?

গ। রবীন্দ্রনাথের চল্‌তি ছন্দে আমাদের সংশোধন (১৯৩৪ খ্রীঃ)

লড়াই যখন ফতে হ'ল বীরবাহু বীর যখন
কেরামতি দেখিয়ে অনেক তুলল পটল, আহা,
জোয়ান বয়স না ফুরতেই। কও দুগ্‌গার বেটী,
গুড়ের মতন জবান তোমার, সেপাই-মোড়ল ক'রে
কোন্ বীরকে করতে লড়াই পাঠিয়ে দিল তখন
রঘুয়াদের সেই দুশমন, মানুষ-খেকোর রাজা ?

এইবার নূতন অনুবাদগুলি—যে যে আদর্শ ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি, তাহাদের আনুমানিক কালানুযায়ী এইগুলি পর পর সজ্জিত হইল :

লুইপাদ প্রভৃতি : চর্যাপদ (আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ)

বিরবাহু বীরা   জখণ মইলা।
রাবণ-মণ্ডল   সঅল[১] ভাগীলা॥
অমিঅ-বআণি দেই[২]   পুছমো তোহে।
পুণু দলবই[৩] করি   আহব ঘোরে॥
(জমবর জৈহণ[৪])   কাহুক মেলীলা[৫]।
নিশাচর রাআ[৬]   রাবণ কোপীলা[৭]॥
এহ সঅল কথা   বোল বাঅ-দেঈ[৮]।
জা রস গোড়জণ   পিউ[৯]—মহু[১০] কহেই॥

---

১ সকল। ২ দেবী। ৩ দলপতি, দলুই, সর্দার, সেনাপতি। ৪ যেন, যেমন। ৫ বিদায় দিল, পাঠাইল। ৬ রাজা। ৭ কোপযুক্ত। ৮ বাক্‌দেবী, সরস্বতী। ৯ পান করুক। ১০ মধু = মধুসূদন।

বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (আনুমানিক ১৪০০ খ্রীঃ)
[স্বরান্ত করিয়া পড়িতে হইবে]

সমুখ সমর মাঝ বীরচূড়ামণী ।
বীরবাহু বীর জবে পড়িল মেদনী ॥
আমিআঁ-মিশাইল বোল বোল দেবী বাণী ।
আন কোণ জন আনি সেনাপতি মাণী ॥
রণ-ছলে যেহ্ন রাজা রাঘবের ডরেঁ ।
রাবণ পাঠাইল তাক সমণের ঘরেঁ ॥
বড়ায়ি নাহিঁক এথাঁ, তোহ্মাঁ পুছোঁ, বাণী ।
গা-ই-ল মাই্‌-কেল মধু মারী-পুতা[১] মাণী ॥

চণ্ডীদাস : পদাবলী (আনুমানিক, ১৪০০—১৯৩৫ খ্রীঃ)

সই কিবা সে কঠিন পরিণাম ।
নিদারুণ রণমাঝে অকালে মরিল গো,
বীরবাহু গেল বারধাম ॥
না জানিয়ে কত মধু ও বীণায় আছে গো
বীণাপাণি শুনাও মধুর ।
সেনার নায়ক করি ভেজিল কাহারে গো
রণথলে রাঘবারি শূর ॥
জানিবারে চাই মনে জানা নাহি যায় গো
তুমি মাতা করহ উপায় ।
কহে মধু মাইকল যেহ্ন ঝুনা নারিকল
মাকড়ের হাথেতে শোভায় ॥

---

১ মারীপুতা = মারীয়া বা মেরীর পুত্র যীশু ।

বিদ্যাপতি : পদাবলী (আনুমানিক ১৪০০-১৬৫০ খ্রীঃ)

ভারতি, বহুত মিনতি করি তোয়।
অমিয় বচন তুয়া শুনইতে কাতর
দয়া জানি শুনাওবি মোয় ॥
ঘোর সমর মাঝ বীরবাহু পড়ওল
অকালে গেলা যমপাশে।
পুন সেনাপতি করি কাহে ভেজল রণে
রাবণরাজ হতাশে ॥
ভনে মধুসূদন শেষ সমনভয়
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
পাপীক পাপভার আপন শিরে ধরাওসি
(জিস্নু) তারণ ভার তোহারা ॥

কৃত্তিবাস : রামায়ণ (আনুমানিক ১৪৩০ খ্রীঃ)
(পরিষৎ-প্রকাশিত ১৫৮০ খ্রীঃ পুথির পাঠানুযায়ী)

বাণেতে জর্জ্জর করি যত বানরগণে।
অবশেষে বীরবাহু মরিল আপনে ॥
বীণাপাণি বর মাঞি তুয়াকার ঠাঞি।
কহ এবে কি করিল রাবণ গোসাঞি ॥
রণ জিনিয়া বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
ত্রাস পাইয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ ॥
রাবণ ভাবে পাঠাই এবে কোন ছাওয়ালেরে।
যে যায় সে যায় আর ঘরেতে না ফেরে ॥
দত্ত মধুসূদনের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায়্যা দিল একটি শিকলি ॥

রমাই পণ্ডিত : শূন্যপুরাণ (আনুমানিক ১৪৫০-১৫৫০ খ্রীঃ)

আচম্বিতি যুদ্ধথলে বীরবাহু পড়ে।
ধুন্ধুমার সভি দেখে অকালে সে মরে॥
বানরের পয়দল করে হুলাহুলি।
নাহি রেক[১] নাহি চিন্ পায়ে উড়ে ধূলি॥
আপুনি জানিহ সভি তুহ্মি মা ভারতী।
কি করিল পাটসালে[২] রাক্ষসের পতি॥
কাহারে পাঠায় পুন লাএক করিআ।
মোহর স্থনিতে আশ কহ বিবরিআ॥
শ্রীশ্রীষ্ট চরণারবিন্দ করিআ পনতি।
শ্রীজুত মাইকেল কঅ স্থন রে ভারতী॥

গোবিন্দদাস : পদাবলী (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীঃ)

ঘোর আহব মাঝ যবহুঁ আচম্বিত পড়ল বীরবাহু বীর।
মরকট দল মাঝ উঠল জয়ধ্বনি রাবণ ভেল অথির॥
বাণী বীণাপাণি বোলহ মধুর বোল শ্রবণহি শুনইতে আশ।
কোন বীরবরে করি সেনানায়ক ভেজল রাঘবত্রাস॥
ও যুগ করপদ থলকমল জিনি হামে না জানই কছু আন।
পন্থহুঁ দুখ তৃণ করি না গণনু শ্রীমধুসূদন পরমাণ॥

ভবানীদাস, আবদুল স্থকুর প্রভৃতি : মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী, গোপীচাঁদ (১৫০০-১৮০০ খ্রীঃ)

'না যাইও, না যাইও বীর, না যাইও লোকান্তর।
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম পুত্র শীতল মন্দির ঘর॥'

১ রেক = রেখা। ২ পাটসালে = রাজপাটের সভায়, রাজসভায়।

মাইকেলবধ-কাব্য

মরিল বীরবাহু বীর রাজা দশানন।
বীরবাহুর মাতা কান্দে—'নাই প্রাণের ধন॥
দশগৃহের মাও গো রবে পুত্র লইয়া কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥'
শুনিয়া চীক্কর দিয়া উঠল রাবণ রাজা।
'সাজ সাজ সেনাপতি মান্‌যে দিমু সাজা॥
খাইবে না খাইবে নরে ফ্যালাবে মারিয়া।
শিখর কাটীলে গাছ আপনে যাই পইড়্যা॥'
কচুপাতার জল যেন করে টলমল।
সরস্বতী পূর্ব্বকথা তুমি কও সকল॥
গুপীচাঁদ ময়নামতী বন্দি মধু বলে।
প্রদীপ নিভিলে বাপু কি করিব তেলে॥

মীরা, দাদু, কবীর প্রভৃতি : কবীর বাণী (১৫০০-১৯৩০ খ্রীঃ)

কোই রাম কোই রাবণ বখানৈ
কোই কহে আদেস।
রাম ভারী নিপুন কসাঈ
(গেলা) বীরবাহু যমদেশ॥
বীণা অনহত বাজোঁ গগনে
সুধ কোঈ ন বতারে।
বীণাপাণী বাণী অব কহ
রাবণ ভেজঈ কারে॥
জলভর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া
বাহর ভীতর সোই।
সুদন কহে নাম কহনকো নাহীঁ
দুজা ধোখা হোই॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ে   বীরবাহু বীরবরে
হা কান্দ-কান্দনে সবে কান্দে।
দুঃখ কর অবধান   দুঃখ কর অবধান
রাবণ উঠিয়া বুক বান্ধে॥
নমহুঁ নমহুঁ বাণী   কৃপা কর নারায়ণী
বিষ্ণুপ্রিয়া পূজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে   উর দেবী এ আসরে
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে॥
মিনতি শুন গো শুন   সেনাপতি করি পুন
ভেজে কারে শমন সকাশে।
দিবানিশি তুয়া সেবি   রচিল সূদন কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১০ খ্রীঃ)

বীরবাহু বীর সেহি বৈষ্ণবঅবতার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র জানে সে আচার॥
গুপ্তভাবে অবৈষ্ণব রাক্ষস-গৃহে রয়।
প্রভুর বাণেতে তার মোহ-মুক্তি হয়॥
বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে মোরা কিছুই না জানি।
কৃষ্ণপ্রেম পীয়াও মোরে তুমি বীণাপাণি॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তারে কয়।
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি কামে রাবণের ক্ষয়॥
বাসনার গলৎকুষ্ঠ কীড়াময় অঙ্গে।
সমর প্রসঙ্গে সেহি মাতে প্রভুর সঙ্গে॥

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
শ্রীরাম চরিতামৃত কহে মধুদাস॥

কাশীরামদাস : মহাভারত (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি।
বীরবাহু যমপুরে গেলেন যখনি॥
কহ দেবী বীণাপাণি অমৃতভাষিণী।
রক্ষঃকুলনিধি সেই রাঘবারি যিনি॥
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে।
পাঠাইল রণস্থলে অরিকুলবধে॥
মেঘনাদবধ কথা অমৃত সমান।
শ্রীমধুসূদন কহে শুনে পুণ্যবান॥

সৈয়েদ্ আলাওয়াল্ শাহ মরহুম : পদ্মাবতী (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীঃ)

ধূমে অন্ধকার কেহ কারে নাহি দেখে।
সহস্র সহস্র পড়ে আইসে লাখে লাখে॥
দুই দিকে উথলায় সংগ্রামতরঙ্গ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ কেহ না দেয় ভঙ্গ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শরবৃষ্টি ঢাকিল অম্বরে।
শরশয্যা হই শেষে বীরবাহু পড়ে॥
কও গো মা সরস্বতী তুমি করতার।
করিলে আঁধার মাঝে আলোক সঞ্চার॥
রাবণ আদেশে কেবা হাতে লৈল সৈন্য।
বানরে করিতে বধ হৈল অগ্রগণ্য॥

কহে কবি মাইকেলে পুস্তক উপমা।
সমাপ্ত জমকছন্দ রাগ অনুপমা॥

মানোএল-দা-আসুম্পসাউঁ : কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৭৪৩ খ্রীঃ)

হে মাতা বাণী
দেবতা নির্ম্মল,
দেবী দুর্গার উদরের
সিদ্ধি ধর্ম্ম ফল।
হে মাতা বাণী।
বীরবাহু বীর
মরিল অকালে,
তোমাকে শুধাই,
শুনাও ছাওয়ালে।
হে মাতা বাণী।
সেনাপতি কারে
করিল রাবণ,
মধুর ভাষাতে
কহ বিবরণ।
হে মাতা বাণী।

ভারতচন্দ্র : বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী (১৭৫০ খ্রীঃ)

১। অকালে পড়িয়া সমুখ রণে।
বীববাহু বীর মরে যখনে॥
হরষে নাচিল বানরভূতে।
বাপারে কহিতে ভগ্নদূতে॥
নয়নে অঝোর ঝরিল পানি।
বীণাপাণি কহ অমিয়বাণী॥

কাহারে করিয়া সেনার পতি।
পাঠায় রাবণ অথিরমতি ॥
বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥
দেখে শুনে কয় মধুসূদন।
এমন জানিলে লিখিত কোন্— ॥

২। রাঘব হানিল মরণবাণ,
বীরবাহু ভূমে পড়ে সটান,
অকালে যমের বাড়ীতে পান
চরম বরণমালিকা।
কি হল তখন কহ ভারতী,
মধুর বচন শুনিতে মতি,
কাহারে পাঠাল লঙ্কাপতি,
ফুরাতে জীবনতালিকা।
রামরাবণের সমরগীতা,
কারো লাগে মিঠা কাহারো তিতা,
শ্রীমধু রচিল ফুলকবিতা,
কবিতা রসের শালিকা ॥

---

৩ সম্মুখ সমরে পড়ি অকস্মাৎ গেল মরি
যবে বীরচূড়ামণি বীরবাহু অকালে।
কহ দেবী বীণাপাণি অমিয় মধুর বাণী
আরো ছিল রাবণের কত দুখ কপালে ॥
কারে সেনাপতি পদে বরি ভেজে অরি বধে
আপনার দোষে আহা বংশশুদ্ধ মজালে।

ভাব ও ছন্দ

শ্রীমধুসূদন কয় অতি ছন্দ ভাল নয়
কবিরা ছন্দের জালে দেশটাকে ঠকালে ॥

রামপ্রসাদ : শ্যামাসঙ্গীত (১৭৫০ খ্রীঃ)

রসনায় কালী কালী বলে,
বীরবাহু বীর গেল চলে।
অকালেতে মরল পুড়ে কালীভীষণ রণানলে ॥
কালী বলে কও মা বাণী,
শুনতে মাতাল আমার প্রাণী,
সেনাপতি কায় বা করে রাবণ ভাসে নয়ন জলে ॥
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে।
আমি মাতাল হয়ে তোমায় খেয়ে ডুবব কালী রসাতলে ॥
সূদন বলে দোটানাতে পড়ে জীবন যায় বিফলে ॥

হরু ঠাকুর, রাম বসু, গোজলা গুঁই প্রভৃতি : কবি, দাঁড়াকবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি (১৭৫০-১৮৫০ খ্রীঃ)

মহড়া। ও সখি রে,
সোনার লঙ্কাবিহারী বীরবাহু আমার এলো না।
রামের বাণে ধূলায় লুটায় প্রাণ
সখি, মায়ের প্রাণ ধৈরজ না মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বল না।
তেহারাণ। বীণাপাণি বল মা কথা, করিস নে আর ছলনা!
চিতেন। না ভেবে গিয়েছে রণে শেষ হয়েছে রামের বাণে
ওগো বনমালীর হাতে কালী, মিলবে কোথায় তুলনা।

অন্তরা। এই সব চুলোচুলি, দলাদলি ঢলানি লঙ্কায়,
রাবণ ক্ষেপে আগুন করবে রে খুন কাটবে হাতে কার
মাথায়।

পরচিতেন। হনু ল্যাজের গ্যাদায় হুমরে বেড়ায়
'লড়াই যেন উড়ে মেড়ায়
লঙ্কাকাণ্ড উপলক্ষ দক্ষ দুপক্ষই সমান যায়।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) : টপ্পা সঙ্গীত (১৮০০ খ্রীঃ)

তারে ভুলিব কেমনে।
অকালে মরিল বীরবাহু সে কালরণে॥
তোমার ও রূপ বাণী ভক্তি তুলি করে টানি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে॥
কহ মা অমৃতস্বর কি করিল অতঃপর
রাক্ষস কুলের নিধি রাঘবারি সে রাবণে॥
নানান দেশে নানান ভাষা সব লাগে গো ভাসা-ভাসা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা আশা না পূরয়ে মনে॥

রামমোহন রায় : ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮৩০ খ্রীঃ)

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কয় কিন্তু বীরবাহু নিরুত্তর॥
পড়িতে সম্মুখ রণে, রাক্ষসপতি রাবণে
কাহারে পাঠাবে পুনঃ ভাবিয়া কাতর॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, ভয়েতে রাক্ষস স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর॥
ভাব সেই নিরঞ্জনে, নাহিক ভীতি মরণে
চিন্ত সত্য পরাৎপর সত্যেতে নির্ভর॥

দাশরথি রায় : পাঁচালী (১৮৫০ খ্রীঃ)

রাক্ষসে আর মানুষে এ কি লড়াই রাক্ষুসে।
যেমন শুক শারী আর শালিকে, চাকরে আর মালিকে।
ডোঙ্গা আর শুলুকে একখানি গাঁ আর মুলুকে॥
শ্রীরামের শরাসনে বীরবাহু সমরাসনে
শয়ন করিয়ে দেখে রামে।
পাইল নির্ব্বাণ পথ, আরোহণ পুষ্পকরথ,
হয়ে বীর যায় গোলোক-ধামে॥
শুনিয়া রাবণ কহে এ দেহে আর কত সহে
অগ্নি বহে অঙ্গ দহে জুড়াইব কোন্ দহে
এ পরাণ আর নহে আপনি আমি যাব হে।
শুনে শুকায় সবার কায় কয় না কথা শঙ্কায়,
মৃত্যুকায় অপেক্ষায় বেশী।
কহ বাণী বীণাপাণি আমার চক্ষে পানি বক্ষে আনি
কারে পাঠায় রাবণ শেষাশেষি॥
পাঁচালীতে মধু বলে, পড়ে গেছি কুলুপ কলে
তেলে জলে পিরীত সে কোন্ কালে।
করলেম কি, হল কি রঙ্গ, আমায় নিয়ে করবে ব্যঙ্গ,
নিজের নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ, হবে বঙ্গে সাঁইত্রিশ সালে।
যেমন গুটিপোকায় গুটি করে আপনার বুদ্ধে আপনি মরে
মাকড়সা যেমন বন্দী আপন জালে॥

কাঙ্গাল ফকীর, ফিকিরচাঁদ, মদন প্রভৃতি : বাউল (১৮৫০-১৯২০ খ্রীঃ)

ছ্যাখো ভাই জলের বুদ্বুদ কিবা অদ্ভুত ছুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজ কেউ বাদ্‌শা হয়ে দোস্ত লয়ে রঙমহলে মারছে ঠ্যালা॥
কাল আবার সব হারায়ে ফকীর হয়ে সার করেছে গাছের তলা॥

মাইকেলবধ-কাব্য

রাবণ রাজার কি কাল হল একে একে সব মরিল।
বীরবাহু সে মরল শেষে এখনও তার বিহানবেলা॥
সাঁইয়ের দয়া পায় নি রাবণ আয়না ধরে দেখে নি মন,
এখনও সে যতন করে মাঝ দরিয়ায় ভাসায় ভেলা॥
সেই কাহিনী কও ভারতী কাঙাল ফকীর মধুর মতি,
রাজনারায়ণ বাপ যে তাহার জাহ্নবী মা যশোর জেলা॥

অজ্ঞাত : ভাটিয়াল (১৮৫০-১৯৩৭ খ্রীঃ)

ওগো বন্ধু, আমার মন কেন উদাসী হইতে চায়।
এগো ডাক শোনে না বীরবাহু গো সাতসাগরে চইলে যায়॥
এগো চোখা চোখা রামের বাণে
নদীর পরাণ সাগর টানে ;
এগো ভাটি সোঁতে ভাটার গড়ান,
জৈবন-জোয়ার তান না পায়॥
বাণী, তুমি দাও মন্ত্রণা,
রাবণ-রাজার কি যন্ত্রণা,
সমুদ্দরে কায় বা ঠ্যালে
শীতল বাতাস লাগায় গায়॥

ঈশ্বর গুপ্ত : নীলকর, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি (১৮৫০ খ্রীঃ)

কোথা রইলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাঁদে তোমার প্রজা খাস।
তোমার ভারতকন্যার তলায় লঙ্কা তার ঘটে কি সর্ব্বনাশ।
কালসর্প রামের বাণ বীরবাহু সে বীরের প্রাণ
অকালেতে এসে মা গো টপ করে যে করলে গ্রাস।

মোদের সৎমা শোন বীণাপাণি,
জোগাও লেখার দানা পানি,
অধম সন্তানের মাগো পূরাও অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
হয় লঙ্কায় উলট-পালট
আর কিসে মা রক্ষা হবে,
মল বীরবাহু যে বিশভুজে
আর কারে বা পাঠায় তবে।
যারেই পাঠাক হুট্ করে সে চুরুট ফুঁকে হবে ফাঁস।

রঙ্গলাল : পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী প্রভৃতি (১৮৫৮ খ্রীঃ)

ঠুকে তাল আঁখি লাল কি করাল মূর্ত্তি।
মহাকায় সিংহ প্রায় যেন পায় স্ফূর্ত্তি॥
চলে যায় পদ ঘায় বসুধায় কম্প।
কভু ধায় ঠায় ঠায় মেরে যায় ঝম্ফ॥
লুটপুট দেয় ছুট মরকুট ত্রস্তে।
হত-আয়ু বীরবাহু রাম-রাহু হস্তে॥

* * * *

কোথা বাণী সরস্বতী সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী॥
তুয়াপদ সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী॥
তুমি বল তার পর রাবণ কি করে।
সেনাপতি করে যত তত তত মরে॥

* * *

জ্বলি উঠে রাবণের হৃদয়-নিলয় হে, হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে, বিলম্ব কি সয়॥
চল চল চল সবে, সমর-সমাজ হে, সমর-সমাজ।
রাখহ সোনার লঙ্কা, রাক্ষসের কাজ হে, রাক্ষসের কাজ॥
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়॥

দীনবন্ধু : "রাত পোহাল ফরসা হল" প্রভৃতি কবিতা (১৮৬০ খ্রীঃ)

সাম্‌নে যুঝে বীরবাহু যে হলেন কুপোকাৎ।
থাক্‌তে আয়ু পরাণ-বায়ু উধাও অকস্মাৎ॥
কও ভারতী শুন্‌তে মতি মিষ্ট অতি বাণী।
পাঠায় রণে কোন্ সে জনে সৈন্যপতি মানি॥
রাবণ রাজা কঠিন সাজা দিতে রঘুর নাথে।
পাপ-সমরে আপনি মরে ফল যে হাতে হাতে॥

মাইকেল [আত্মহত্যা] : ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১ খ্রীঃ)

কেন এত লীলা করিস, স্বজনি!
একটু পালা—
তাই নিয়ে তুই দিবস রজনী
গাঁথিস মালা!
আর কি পাইবে বীরবাহু ধনে
রক্ষঃবালা?
কাহারে বরিবে রাবণ এবার
বল মা বাণী—
মধুর কাহিনী শুনাও বীণায়
পরশ হানি।
কবি মধু ভণে, বিনে ও চরণে
কিছু না জানি।

মাইকেল [আত্মহত্যা] "বঙ্গভূমির প্রতি" (১৮৬২ খ্রীঃ)

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
চটুল ছন্দের সাধ,
ঘটাবে কি পরমাদ—
বধিতে চাহিছে প্রাণ, কাব্য মেঘনাদ-বধে!
লঙ্কায় দৈবের বশে
জীবতারা যেই খসে,
বীরবাহু দেহ হতে পড়ে চিরামৃত-হ্রদে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে—
জেনেও রাবণশূরী মত্ত অহঙ্কার-মদে।
সেনাপতি কোন্ জনে
পাঠাল আবার রণে,
বল মাতা বীণাপাণি, ভারতি, বাণী-বরদে!
অনেকে আসিবে যাবে,
তোমার প্রসাদ পাবে,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ঃ যমুনালহরী (১৮৭০ ?)

সুবর্ণ লঙ্কায় বেড়িয়া সদা
বহ সুন্দর গভীর সাগর ও!
পড়ি' জল নীলে স্বর্ণ-সৌধ-ছবি
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও।
সেই জল বুদ্বুদ সহ কত বীর
যুঝিল ঘোর, লয় পাইল ও!
বীরবাহু সেও মরিল শেষে
বাণী বীণাপাণি ভারতী ও!

কহ তুমি জননী রাবণ রাজা
কি করিল তারো পরে ও!
যে সব কাহিনী নিঠুর মহাকাল
ঢাকিল লূতাজালে ও!
শেষে ঢাকা গিয়ে রমণা মাঠে
দেখাব কেরামতি আমরা ও!

হেমচন্দ্র : কবিতাবলী (১৮৭০ খ্রীঃ)

'আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি'
চেয়ে দেখ কাঁদে রাক্ষস-মণ্ডলী—'
বানরকটক শোনে কুতূহলী
বীরবাহু তবু ঘুমায়ে রয়।
'বাজ রে সিঙ্গা বাজ এই রবে'—
আর কি লঙ্কায় সেই দিন হবে?
সমগ্র জগৎ জাগে কলরবে
বীরবাহু শুধু ঘুমায়ে রয়।
'রুল অযোধ্যিয়া' উঠে চীৎকার,
সুদূর পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার—
এ বঙ্গে সারদা নাহি কি রে আর,
থাকিলে, জননী, কোথায় তুমি?
হেথা, চণ্ড আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি ভূষণ গলে
ঠঠঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশান-ভূমিতে চলে।
চলে কপাল ধধধ ধঃ কার মাথা এটা হিহিহি হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া ধিমি।

ছিন্ন হইল বীরবাহু চন্দ্রে গরাসিল রাহু
দশানন বিরস বদন—
বল মাতা বীণাপাণি কারে সেনাপতি মানি
তারো পরে চালাইল রণ।
'রে বেটা রে বেটা' বলি কাঁদিল না মহাবলী
ভীমমূর্ত্তি রুদ্রমূর্ত্তি লুটাল না সে ভূমে—
কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?

নবীনচন্দ্র : পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫ খ্রী:)

অযোধ্যার রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপায়ে সাগর-জল
কাঁপাইয়া স্বর্ণলঙ্কা উঠিল সে ধ্বনি।
পড়িল সে বীরবাহু কটক ভিতরে
বানরের বাচ্ছাগণ
করিলেক আস্ফালন
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

'দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে দাঁড়া রে রাক্ষস!'
নূতন কে সেনাপতি
পেয়ে রাজ-অনুমতি
গর্জ্জিল, গর্জ্জনে কাঁপে শূন্য দিগ্‌দেশ।
'কি আশ্চর্য্য!' 'একি কাণ্ড!' বীণাপাণি, মধুভাণ্ড
এমন করিয়া ভাঙে হাটের মাঝার?,
'প্রিয় হেন্‌রিয়েটা আমার!'

দ্বিজেন্দ্রনাথ : স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫ খ্রী:)

রাম যার সাক্ষাৎ শমন-দূত,
অকালে পড়িল রণে সেই বীর রাবণের পুত।
মাথা কাটা পড়ে
তবু নড়ে চড়ে
কবন্ধ হইয়া লড়ে—একি অদভুত !

*   *

বীরবাহুকে
দিতেই ঠুকে
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা
নর-বানরে
হল্লা করে
রাক্ষসদলে দেয় যে হানা।

*   *

হনুরা পাকাপাকা
ঝাপটি তরু-শাখা
পাড়িয়া ঝাঁকা ঝাঁকা
ফল যে খায়।
কভু-বা বন-বিড়াল
বাহিয়া-উঠি ডাল
লয়ে লুটের মাল
বনে পলায়।

*   *

যথায় মহাবট শিরে জট, অতি নিবিড়
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে অযুত নীড়।
জননী বীণাপাণি, নাহি জানি কোথায় রও,
রাবণ করিল কি ঠকি ঠকি আমায় কও।

বিহারিলাল : বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল প্রভৃতি (১৮৭০-১৮৭৯ খ্রীঃ)

রাবণের হু হু করে মন,
বীরবাহু ক'রে মহারণ,
অকালে যমের দেশে
হায় সে পড়িল শেষে,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন।

*   *   *

বল গো মা বাণী বরদা সুন্দরী
কমল-আসনা স্বরগ-জলে,
সেনাপতি পদে কোন বীরে বরি
রাবণ পাঠায় বানরদলে।

*   *   *

তুমি আন মত্তদশা,
খালি পেটে কাব্য চষা,
আঁধারে খদ্যোৎ যেন ধিকি ধিকি জ্বলে,
খাবি খায় ক্ষীণ প্রাণ,
তবু শুনি সুরতান
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-মণ্ডলে।

সুরেন্দ্রনাথ : মহিলা (১৮৮০ খ্রীঃ)

রণাঙ্গনে বীরবাহু অকাল পতন—
করে সিংহনাদ রামদাস,
সারদে! চরণারুণে! চিতশতদল
বিকাশি' আসিয়া কর বাস ;—

কি করিল রাঘবারি
শুনিতে উৎসুক ভারি—
হৃদিযন্ত্র কর মা তন্ত্রিত
গীতোচিত কণ্ঠহীনে কিঙ্কর কুণ্ঠিত।

* *

হে কবি-কল্পনা-মায়া, সত্যের সোনালা ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতি!
দেখালে অনেক খেল তুমি ক্রীড়াবতী।
এস দেবি! আর বার
খুলিয়াছি কারবার,
চরণ ছোঁয়ায়ে যাও সতি!
সধবার একাদশী, তুমি যার গতি!

বঙ্কিমচন্দ্র : "বন্দে মাতরম্" (১৮৮২ খ্রীঃ)

বন্দে মাতরম্।
শতদলবাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
লঙ্কাকাণ্ডে বীরবাহু পতিতম্
ভগ্নদূত রাবণেরে কথিতম্
পুত্রে কহ মাতা কাহিনী অতীতম্।
কাহিনী ত্রেতা দ্বাপরম্।
দশাননকণ্ঠহাঁউমাউনিনাদকরালে,
কোন্ সেনাপতি ভুজে দানিল খরকরবালে,
ভারতি, তুমি মা দেহ বলে।
বল বীণাধারিণীং দুর্গতিতারিণীম্
ছন্দসংকারিণীং মাতরম্।

ভাব ও ছন্দ

কলমে তুমি মা শক্তি,
লিখে যাই পঁক্তি পঁক্তি,
গড়ি তব হাড়িকাঠ মন্দিরে মন্দিরে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস : শ্মশান, নিশান প্রভৃতি (১৮৮৮-১৮৯৪ খ্রীঃ)

পড়িল রাক্ষস যত দীঘল দীঘল,
পড়িল বানর কত অস্থিমাংস সহ—
অন্তিম-হিক্কায় লঙ্কা করে টলমল,
বীরবাহু আয়ুঃশেষ, কঠিন কলহ।
বীণাপাণি, ছাড় বীণা, বাজাও বিষাণ,
তুলিয়া চিতার ছাই রাবণে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান।
প্রমদারে ভুলি ডাকি সারদা তোমারে,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই ওঠ চল ঘরে যাই—
দেখি গে পাঠায় রণে রাবণ কাহারে।
উলঙ্গ রমণী ভেবে চোখে আসে ঘুম,
চিতায় উঠিবে মঠ, কাঁদিবে অনেক শঠ,
কে আর তোমারে ভাল বাসিবে কুঙ্কুম ?

কামিনী রায় : আলো ও ছায়া (১৮৮৯ খ্রীঃ)

বীরবাহু মহারণে ডালি দিলে এ জীবন,
সেনাপতি করি কারে পাঠাইল দশানন ;
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি তার,
সে কাহিনী বল্ বাণী, মা আমার, মা আমার।

আঁধারের কীটাণুরা দুদণ্ডেই লয় পায়,
ভাবিয়া না পায় কেহ কেন আসে কোথা যায়,

আলোকের শিশু মোরা রণাঙ্গন এ সংসার—
ছায়া তাই নামে চোখে, মা আমার, মা আমার।

ক্ষীরোদপ্রসাদ : আলিবাবা (১৮৯৭ খ্রীঃ)

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড় গুষ্টি এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল ;
একঠো একঠো মরতা তব্‌ভি কম্‌তা নাহি পাল ॥
মর গিয়া বীরবাহু লেড়কা জোয়ান,
জরু চোরি বাপ কিয়াথা বেটাকো যায় জান।
কহে ভারতী,
কিস্‌কো কিয়া দল্‌পতি—
রাবণ-রাজা বনা খাজা একদম বেচাল ;
রামলছমন জীতা রহো, উন্‌কা নাজেহাল।

অজ্ঞাত : গম্ভীরা (১৯০০-১৯৩৭ খ্রীঃ)*

শিব সাম্‌লা তোর বুঢ়া এঁড়্যা।
ও যে রাক্ষসে আজ সাবড়্যা দিছে
হনুগ্যালাকে করছে বেঁড়্যা।
তোর এঁড়্যার গুণ হে শিব, কাছে এস্যা শুন্,
শিঙের ঢিঁসে বীরবাহুকে কর্যা দিলে খুন,
তখন দেখ্‌লে লোকে রামচন্দর
তীরের খোঁচায় দিলে মের্যা।
তোর বেটীকে বোল্ হে যেন মোরে করে ভর,
জুৎ কর্যা গান ধরবো আমি—দেয় যেন এই বর,

*শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত

ফের করতে লড়াই আবার কাকে
রাবণ রাজা পাঠায় তেড়্যা।
রামের মাগ্ কর্যা গাপ্, করলো যে পাপ—
মধু বলে যাবেই হের্যা॥

গিরিশচন্দ্র : পাণ্ডব-গৌরব (১৯০০ খ্রীঃ)

নারায়ণ—নারায়ণ!
বীরবাহু আয়ু না ফুরাতে
হল রাহুগত;
শমন-সদনে রণে প্রেরণ করেন নারায়ণ।
অকারণ জানকীহরণ
করিয়া রাবণ—
আপনি ডাকিয়া আনে আপন মরণ।
কহ বাণী বীণাপাণি, মিনতি আমার;
সেনাধ্যক্ষ কারে মানি অতঃপর রাজা দশানন
প্রতিবিধিৎসিতে পুনঃ কৈল মহারণ।
নারায়ণ, নারায়ণ!

দেবেন সেন : অশোকগুচ্ছ (১৯০০ খ্রীঃ)

ঝমর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম, থেমে গেল মল!
ভাসি নয়নের নীরে উঠিছে পড়িছে ফিরে
পতি পাশে ধেয়ে আসে রাগিণী তরল!
নিদারুণ পুত্রশোকে বিহ্বলা জননী ওকে—
চিত্রাঙ্গদা ভুলিয়াছে গান্ধর্বীর ছল।
রাবণে গ্রাসিছে রাহু মরিয়াছে বীরবাহু
বল্ মাগো বীণাপাণি, বল্ তুই বল্—

ঝমর ঝমাৎ ঝম ঝমর ঝমাৎ ঝম
শোকের সাগরে শব্দ ডুবেছে সকল ?
মল বলে, "আমি যার অভাগিনী, পুত্র তার
নিষ্ঠুর রামের শরে হয়েছে বিকল।"
কে আর যাইবে রণে সঁপি দিতে প্রাণধনে,
লঙ্কায় উৎসব-গতি সহসা নিশ্চল ;
ভ্রমর না গুঞ্জরিছে কোকিল না ঝঙ্কারিছে
লঙ্কা ছেড়ে বীণাপাণি, চল্ চল্ চল্—
ঝমর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম, বাজে যেথা মল।

রবীন্দ্রনাথ : "মরণ" (১৯০১ খ্রীঃ)

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
দিলে বীরবাহু-চোখে ঘুমঘোর,
রণে প্রাণ করি অপহরণ।
বাণী! ধীরে এসে তুমি দাও দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে,
আমি তুলিব কাব্য-কলরোল
তব সুমধুর বীণাধ্বনিতে।
গাব রাবণ কাহারে দিল কোল,
রণে কে করিল অবতরণ—
মোর মাথা নত ক'রে তুমি দাও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

রজনী সেন : বাণী, কল্যাণী (১৯০২-০৫ খ্রীঃ)

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
রাম-কার্মুক বাণ লাগে কার মুখে
ভাগে বীরবাহু-জান।

এস সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা
বাণী শুভ্র কমলাসীনা ;—
রোধি' নয়নজলপ্রবাহ
রাঘবারি মহাপ্রাণ—
ভেজে পুনরপি কাহারে সমরে
তুলিব তাহারই তান।

যতীন বাগচী : রেখা, নাগকেশর (১৯১২-১৯১৭ খ্রীঃ)

আজ সোনার লঙ্কা রোদন-জুয়ারে
অকূলে ভাসিয়া যায়—
আর 'ফুল চাই—চাই কেয়াফুল'-হাঁকে
প্রেমিক ফিরে না চায়।
ওই রামের নিঠুর শরে,
ওই বীরবাহু ভূমে পড়ে,
ওই রাবণ তাহারও পরে
কাল-সমরে পাঠাবে কায়—
মোরে মধুর কাহিনী শোনাবি বীণায়
বীণাপাণি, নেমে আয়।
তোরে শিরীষ ফুলের পাপ্‌ড়ি খসায়ে
পরাগ করিব দান,
তোরে রজনী-গন্ধা-গেলাস ভরিয়া
অমিয়া করাব পান।
হোথা রাক্ষস-বধূ কাঁদে,
জলে নয়ন তাহার ধাঁধে ;
হাত রাখি ননদীর কাঁধে
বলে, ঠাকুরঝি, তারে আন্ !

শুনে সাগরের ডাক ছুটে বাহিরায়
দয়িতের আহ্বান ?

অক্ষয় বড়াল : এষা (১৯১২ খ্রীঃ)

মৃত্যু ।—প্রতি—দিবস ঘটনা
মরণে তবু কি কেহ মরে ?
সবাই মরিবে সবাই মরেছে—
রণে বীরবাহু পড়ে ।
শিথিল শরীর, হিম পদ-কর,
আনাভি নিঃশ্বাস কঠোর ঘর্ঘর—
আকাশ চিরিয়া ক্রন্দন ওঠে
লঙ্কার ঘরে ঘরে ।
দেখিছে রাবণ—ফেনিল সাগর
তীরে ফেন-রেখা সরে,
ইতি-নেতি ভাবি, ভাবি ইহ-পর—
সেনাপতি কারে করে ।
অতীত সে কথা জানিতে বাসনা
তুমি কহ দেবী পদ্ম আসনা,
কামনার ধূমে ক্ষুব্ধ আত্মা
ছুটিছে লোকান্তরে ।
ও পদ পরশে শ্মশানচুল্লী
ফুল্ল সে কোকনদ ;
মরণে ভীষণ ভাবি না ক সতি,
হোক মাইকেল বধ !

দ্বিজেন্দ্রলাল : ভারতবর্ষ (১৯১৩ খ্রীঃ)

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে পুচ্ছকে স্বর্ণলঙ্কা,
কে জানিত বল তোমার রাবণ হইবে দেবতা-মানব-শঙ্কা ।

ভাব ও ছন্দ

রাবণাত্মজ বীর বীরবাহু অকালে যখন ফুঁকিল শিঙ্গা,
মর্কট লাগে কবুর পিছে ধ্বাঙ্ক্ষের পিছে যেমন ফিঙ্গা।
কহ বাগ্দেবী পুনঃ দশানন বাজাল কেমনে সমর-ডঙ্কা,
সেনাধ্যক্ষ করিল কাহারে রাখিতে আপন স্বর্ণলঙ্কা।

সত্যেন্দ্রনাথ : "ঝর্ণা" (১৯১৩ খ্রীঃ)

লঙ্কা! লঙ্কা! সুন্দরী লঙ্কা!
মিত্রের আশ্রয় শত্রুর শঙ্কা!
অঞ্চল সিঞ্চিছে চঞ্চল সিন্ধু,
তরঙ্গ-ললাটে সুস্থির বিন্দু,
সমুদ্র-শম্ভুর ভালে শশী বঙ্কা,
লঙ্কা!

হ'লে রাম-অস্ত্রে বীরবাহু ঠাণ্ডা,
বাগ্দেবী বল কোন্ রাক্ষসে পাণ্ডা
করতঃ রাক্ষস-রাজ স্বহস্তে
প্রেরি' প্রারম্ভে অন্তিমে পস্তে—
কিষ্কিন্ধ্যাদলে শব্দিত ডঙ্কা,
লঙ্কা!

কর্চ্ছি যে অজস্র ইয়ার্কি ছন্দে,
নির্ঝর ঝুর্‌ঝুর্ কভু মেঘমন্দ্রে ;
কাব্যের নামে দিই হৰ্দ্দম ধাপ্পা,
ভগবতী ভারতী নাহি হও খাপ্পা—
মিলে না ছন্দ-মিলে টাকা-সিকে-টঙ্কা
লঙ্কা!

চন্দ্রকুমার দে ? : পূর্ব্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯১৩-১৯২৬ খ্রীঃ)

অকালে মরিল বন্ধু, মইরা হইল ভূত।
সুন্দর বীরবাহু বন্ধু রাবণ রাজার পুত ॥
রাবণ রাজার নারী শুনিয়া ধীরে ধীরে বলে।
আগে আমি যাইবাম মইর‍্যা মুরতেক না দেখিলে ॥
তোমার পাপে সোয়ামী আমি অইবাম দেশান্তরি।
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিবাম দড়ি ॥
তুমি নও রে বনের পাংখী ব্রহ্মার বেটী বাণী।
কি জানি পন্থেতে তোমার সকল জানাজানি ॥
সেই জাননে কও রে মাইয়া রাবণ কি করিল।
কাহারে সরদার করি তানি ফিইরা হানা দিল ॥
হেন্দুর শাস্ত্র মহাশাস্ত্র এই কতা কি খাটি।
বেবাক ঋণ শুইজা গেল দিয়া এন্দুর মাটি ॥

ছেক ছোনাভান, আমীর সাধু ইত্যাদি : কেচ্ছা ছাহিত্য
(১৯১৩-১৯৩৭ খ্রীঃ)

ঢাক ঢোল দগরেতে রে জান ঘন মারে কাটি।
ছিঙ্গা বিবোলের ছন্দে রে কাম্পে বসুমাটি ॥
বীরবাহু রাবণের ছাওয়াল আসে ছিপাই লইয়া।
যুদ্ধের ময়দানে মরে রামের ছিকার হইয়া ॥
হিঁদু লোকের মাইয়া পীর সুন ছরচ্ছতী।
কেচ্ছা বয়ান শুনবার হিচ্ছা তোমার বাপ যে উপপতি ॥
বীরবাহুর কি সাদী ছিল বউ বিধ্বা হইয়া।
কাহার ছাতে ঘর করিল একটা নিকা লইয়া ॥
কি করিল বাদছা রাবণ লড়ায়ে কেটা যায়।
ছোন্দর ছোন্দর হুরী পরী তোমার মাথা খায় ॥

কুমুদরঞ্জন : "তরী হেথা বাঁধব নাকো" (১৯১৪ খ্রীঃ)*

মাঝি,
তরী হেথা বাঁধ্‌বো নাকো আজ্‌কে সাঁঝে।
ভিড়িয়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে॥
ঐখানে ঐ মাঠের কাছে
নর-বানরে যেথায় নাচে,
বিজয়-নাচন দেখে তাদের, রাবণ-বুকে বড়ই বাজে॥
ঐ মাঠের ঐ মাঝখানেতে বীরবাহু যে যুদ্ধে গিয়া,
ম'রে গেল রামের বাণটি রোমশ তাহার বক্ষে নিয়া,
মিঠে সুরে বল্‌ তো মাঝি
রাবণ কা'রে পাঠায় আজি,
আহা, বাছার মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধ্‌বো নাকো আজ্‌কে সাঁঝে॥

প্রমথ চৌধুরী : "খেয়ালের জন্ম" (১৯১৪ খ্রীঃ)

রাবণ ছিলেন রাজা পরম খেয়ালী,
মহা মাংসলোভী বেটা জাতেতে রাক্ষস।
স্বর্গের অপ্সরা তার রাত্তিরে দেয়ালী।
মোদ্দা কথা, লোকটার বড় অপযশ।
রামের সীতাকে শেষে করিল সে চুরি,
চাপিয়া ধরিতে চাহে পেতে বুক দশ—
বোয়েসেন, অর্থাৎ হাত দিয়ে কুড়ি—
চারিয়ারী কথা থাক্‌, রাম যুদ্ধ করে
লইয়া মর্কটে যত, আরে না না, থুড়ি,
অর্থাৎ লইয়া যত, কিষ্কিন্ধ্যা-বানরে।

* শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত।

সেই যুদ্ধে বীরবাহু মহাবীর মৈল,
সে কাহিনী সরস্বতী, খাস তব বরে
লিখিতে বাসনা, পরে রাবণ কি কৈল,
বোয়েসেন—লিখিতেছি Terza Rima ছন্দে,
কারণ বোঝে না কেহ, বোঝে শুধু তৈল।

করুণানিধান : "রেবা," "শ্রীক্ষেত্র" প্রভৃতি (১৯১৪ খ্রীঃ)

ভো মহার্ণব নীল-ভৈরব
উত্তাল লীলাভঙ্গে,
রাত্রিন্দিব মঙ্গল গাহ
ওঙ্কার ধ্বনি সঙ্গে।

*　　*　　*

সম্মুখ সমরে পড়ে　　বীরবাহু বরকান্তি
লঙ্কার গৌরব,
অস্ত রক্ষঃবিভাবসু,　　সহসা সমুদ্ররোল
সমাধি-নীরব।
শ্বেতভুজা সারদার　　দেউল দুয়ারে একা
মত্ত আছি গানে,
প্রণষ্ট বিভব তরে　　তবু খেদ-অশ্রু ঝরে
বিধৌত শ্মশানে—
শোনে না বধির-মতি　　থামে না সমর-গতি
রাবণ-বিধানে।

*　　*　　*

কাঁপ্‌ছে বুকে সুদূর যুগের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি,
স্মৃতির কোকিল গাইছে মিঠে তান ;
কম্‌লাফুলি ঘোম্‌টা খুলি দে মা মাথায় পা'র ধুলি,
চারু চিকণ রুচির ছুটুক বান।

পাত্-পেয়ালায় রঙ-ফোয়ারা—পরাগকেশর ফুলদলে
লো দুলালী, গল্‌ছে হরষ-ননী,
তোর মরকত-রতন বিথার বিচিত্র ওই শাদ্বলে
কে যায় থুয়ে কাহার চোখের মণি।
মা তুই মেয়ে, আগ্ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে র'বি দ্বারদেশে,
মঞ্জুশ্লোকে গাইব আমি গান—
উন্মথিয়া অতল-অতীর মর্ত্ত্যমানস নীর শেষে
নিঙড়ে করি রঙিন হিয়া দান;
পরসাদের পূর্ণিমা আর মনের মণিকর্ণিকায়
চরণ-মধু, দ্বিরেফ করি পান।

কালিদাস: পর্ণপুট (১৯১৪ খ্রীঃ)*

স্পন্দ-বিনা বন্ধ নাড়ী সন্ধ্যাঘন অন্ধকার
রণে আহত বীরবাহু তো রাহু যে রামচন্দ্র তার।
বেচারা আজি বেঘোরে মরে,
চলিয়া গেল যমের ঘরে,
ক্রন্দনেতে অন্ধ আঁখি শোকে নিকষা-নন্দনার।
হে বীণাপাণি বল তো আসি
কীচক-বনে বাজাব বাঁশি,
বল মা সুধাকণ্ঠে বাণী নাচায়ে কটি-চন্দ্রহার।
ভাসিছে পিতা নয়ন-জলে,
শ্বসিছে বসি নমেরু-তলে,
শ্রাবণ সম প্লাবন, নাহি রাবণ-চিতে রন্ধ্র আর।
আবার বলে যাইতে রণে,
সেনানায়ক সে কোন্ জনে,

* শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত

নীবার শিরে দিবার আগে দিল বিজয়ানন্দহার।
স্পন্দ বিনা বদ্ধ নাড়ী সন্ধ্যাঘন অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ : বলাকা (১৯১৬ খ্রীঃ)

এ কথা জান কি তুমি লঙ্কার ঈশ্বর দশানন,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনজন,
শুধু রয় অন্তর-বেদনা,
বস্তু যাহা উবে যায় টিঁকে থাকে কাব্যের সান্ত্বনা;
মরিয়াছে মমতাজ, ও তাজমহলও হবে ধূলি,
বলাকার শ্লোকচ্ছন্দে মানুষের অন্তরাত্মা নিত্যকাল
উঠিবে আকুলি।

বীরবাহু মরিল অকালে,
তুমি দিলে জয়টীকা অন্য এক সেনাপতি-ভালে;
সেও থাকিবে না—
পুরুষ শুধিবে জানি যুগে যুগে প্রকৃতির দেনা!
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে বাণীরূপে শব্দব্রহ্ম বিরাজে অব্যয়—
রহে অমলিন;
সে বাণীপ্রসাদ লভি আমি কবি আত্মপরিচয়
রেখে যেতে চাই চিরদিন।—
তুমি হে নিমিত্ত মাত্র, ছন্দ মোরে দিতেছে অভয়।

কান্তি ঘোষ : রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম (১৯১৮ খ্রীঃ)

রণশালাতে বীরবাহু শেষ প্রাণ-পেয়ালায় দেয় চুমুক,
হাঁক্‌ছে রাবণ চালাও লড়াই আফ্‌শোষে কার ফাট্‌ছে বুক।
লে আও সাকী-সরস্বতী, কাব্যসুরা দ্রাক্ষারস—
শুধ্‌রে দিনু কান্তিবাবুর ফর্মে ছিল একটু চুক।

নজরুল ইসলাম : "বিদ্রোহী" (১৯২১ খ্রীঃ)

বল বাণী
আজি   কাতর মম প্রাণী।
রণ-   অঙ্গনে যবে বীরবাহু লভে মুক্তি জীবন দানি'।
বল বাণী।
ক্রোধে রাক্ষসরাজ দশানন জ্বলে,
সেনাধ্যক্ষ কে সে রণে চলে ;
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন আরশ্ ছেদিয়া
মধুসূদনের লেখনীতে ধরা পড়ে সেই আফ্‌শানি ;
বিংশ   শতকে বঙ্গে প্রচার সেই ছন্দের পঞ্চাশো কপ্‌চানি।
বল বাণী।

যতীন সেনগুপ্ত : "ঘুমের ঘোরে" ইত্যাদি (১৯২৩ খ্রীঃ)

এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা
মরিল যুদ্ধে বীরবাহু বীর তারো পরে আছে কথা।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।
রণভূমি নিঃঝুম
বীরের নয়নে নামিয়া আসিল মরণ-গভীর ঘুম।
তুমি বীণাপাণি, জানি হে বন্ধু, অনেক করেছ লীলা—
প্লীহারে করেছ যকৃৎ বন্ধু, যকৃতে করেছ পিলা ;
হয়ত বলিতে পারিবে রাবণ কি করিল তারো পর—
সেনাপতি করি পাঠাল কাহারে রাখিতে আপন ঘর।
নারিবে বলিতে তবুও বন্ধু, বলিতেছি কানে কানে—
হাতুড়ি পেটার পূর্ব্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে।

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে,
ইয়ার্কি তব মিছে—
রাত্রির পরে দিবস বন্ধু, দিন রাত্রির পিছে।

মোহিতলাল : বিস্মরণী (১৯২৬ খ্রীঃ)

নভোনীল বেদনায়। গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল।
ধূসর উদাস যেন পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ।
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল—
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ।
বানরেরা চাহে লয়—রাক্ষসেরা মরণ-পাগল ;—
সহস্র মৃত্যুর পরে উড়ে রাম-প্রণয়-নিশান—
সেই যজ্ঞে অবশেষে বীরবাহু-জীবনের মহা-অবসান।

ভাবনা-কুঞ্চিত ভাল, দশানন অচঞ্চল হিয়া—
ললাটের স্বেদ মুছি নেহারিল স্তিমিতলোচন
নবহোত্রী চলিয়াছে—হে ভারতি, ছন্দে মোহনিয়া
মৃত্যুর অমৃতরূপ—মরজনে করাও শ্রবণ।
বিস্মরণী রীতি তার স্বপন-পসরা তাই নিয়া
আত্মঘাতী যুগে যুগে! সুন্দরের করে আরাধন
সনাতনী প্রকৃতির পয়োধর-সুধাবিষে—জীবন মরণ।

এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে : বুঝ লোক যে জান সন্ধান
(১৯২০-৩৭ খ্রীঃ)

১। কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে।*
কাঁপিল বীরবাহু যে মরণের সেই রণনে॥

---

* শ্রীনলিনীকান্ত সরকার রচিত।

বাঁদরে চ্যাঁচায় আবার,
সাগরে লাগল জোয়ার,
জোয়ারের জল ভরিল রাবণের দুই নয়নে ॥
(কোরাস্)
জননী গো লহ তুলে বক্ষে
লঙ্কার বাণী দেহ তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণতলে
কিঙ্কর মেলি খাতাখানি গো।
রাবণ একাকী, রাণীও একাকী, নিদ্ নাহি আঁখিপাতে,
সমরে মাদল, হিয়াতে মাদল, মাদল-বাদল রাতে।
পিছনে আর না চেয়ে,
রাবণের আদেশ পেয়ে,
কে আবার নবীন শাখী ছুটে যায় যুঝ্‌তে রণে ॥
(কোরাস্)
জননী গো লহ তুলে বক্ষে
লঙ্কার বাণী দেহ তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণতলে
কিঙ্কর মেলি খাতাখানি গো।

২। টলমল টলমল পদভরে, বীরবাহু পড়ে সমরে।
উল্লাসি শাখাবাসী শাখাতে দোলে,
ঘন রণ-হুঙ্কারে রাবণ ফোলে,
ঘন তূর্য্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশিস্ ঐন্দ্র* সৈন্য বরে ॥
ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু নূপর-পায়ে
ফুটাও বকুল রাঙা চরণ ঘায়ে,

---

*ঐন্দ্র—অন্ত

ওগো বিদেশী বাণী, বন-উদাসী বাণী,
মোরে চোখ ইসারায়
ডাক হে মনোহরে।
কেউ ভোলে-না-ভোলে মন করলে চুরি,
হায় শেষে শঠতায় হানে বিষের ছুরি—
ঝিমে' ভোমরা-পাখা জলে চলে বলাকা,
হোথা বদনা গাড় শুধু কাজিয়া করে—
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে।
টলমল টলমল পদভরে……

৩। ধায় কন্দরলীন বীরবাহু-প্রাণ দীপঙ্করায় খুঁজিতে,
ধায় ব্যোম-ইঙ্গিত-প্রসাদে উর্দ্ধি' মৌলিমন্ত্র বুঝিতে ;—
গেল মরিয়া
(বীরবাহু বীর ম'রে যে গেল;
শুধু মরিল না সেই তরুণ-দিশারী, সারা লঙ্কায় মেরে যে গেল ;
প্রতি কঙ্কর-কাঁটা রূপান্তরিতে শ্যামলিমা-ঝোরা ঝ'রে যে গেল।)
গেল মরিয়া—বিন্দু সিন্ধু যোগেই লভে সে দীপ্র সত্তা,
বাণী বাগ্বাদিনীর দুলাল, আমার সাধনা অপ্রমত্তা।
(তুমি এস গো,
স্বপি' কম্প্রি' মন্ত্রি' চ্ছলি' নিশ্চুপে সীমা-সম্পুটে এস গো।)
বাণী অহংলাঞ্ছী করুণা, তব করি শুভ্রতা ভিক্ষা
বল রাম-শরাঘাতে ভঙ্গাত্মজ রাবণ কি লভে শিক্ষা।
দিল পুনঃ রণাম্বু গহীনে ঝম্প বিত্তগরবী রক্ষঃ,
কারে অগ্রে রাখিয়া, সুরেলা ছন্দ 'ত্তরিবে মেলিয়া পক্ষ।

৪। মহাসাগরের নামহীন কূলে
অধুনা কাণ্ডী বন্দরটিতে ভাই,
আজ সেথা যত ভাঙা জাহাজের ভীড়।

সেখানে ত্রেতায় ঘাল হ'ল যারা
শ্রীরামের বাণে কাটা গেল যত শির,
আর যাহাদের হাত পা ভাঙিল
হনুর গদায় ভাই,
একজন তার এই বীরবাহু বীর।

কুলহীন তুমি বীণাপাণি মাগো
বহুঘাটে জল খেয়ে,
শেক্সপীয়রের গুঁতো গিলে আর
দান্তের তাড়া পেয়ে—
যত হায়রাণ লবেজান ক ব
বরখাস্ত্ হয়ে ভাই—
সিনেমায় বনে পীর।
খোঁচা খেয়ে খেয়ে কলমের হুলে—
মোর কাছে তুমি এস গো জননী ভাই,
বল কারে নেতা রাবণ করিল স্থির।

৫। তুমি এখানে এখনই চলে আসবে মেয়ে,
নয়, আসবে কখন ?
শত গহন-স্বপন দুই নয়ন বেয়ে
কেন নামে অকারণ ?
আমি রয়েছি সরস্বতী তোমায় চেয়ে,
ওই পড়ল যে বীরবাহু হুমড়ি খেয়ে,
কালো মৃত্যু নামল তার আকাশ ছেয়ে,
রাঙা গালের 'পরে
কালো চুলের মতন।
তুমি জেনে এস করলে কি রাবণ পরে,
মেয়ে আসবে যখন।

মেয়ে নাম ধ'রে ডেকে আধ-অন্ধকারে
আমি বলব, 'বাণী';
আর বসাব তোমায় মোর বুকের ধারে
ইজি- চেয়ার টানি।
ঘরে জ্বলবে মোমের আলো এক কিনারে,
কটু- গন্ধ আঁধারে হব নির্দেনারে;
ববে মৈশুমি হাওয়া চুলগন্ধ-ভারে।
শেষে নরম ঘুমে
শোবে কে অভিমানী
রাণী চমকে উঠবে জেগে হালকা চুমে
মুখে ঘোমটা টানি।

৬। বহুদিন তোরে ভুলেছিনু আজ হঠাৎ পড়েছে মনে,
বীরবাহু বীর তীর খেয়ে মরে রাম-রাবণের রণে।
এস বাণী বীণাপাণি,
পৃথিবী-পোকার পাখায় ঘুরিছে আকাশের চাকাখানি।
বল দেখি কোন্ সেনাপতি লভে রাবণের অনুলেহ,
ছেড়ে যাওয়া গেহে সুস্থ দেহেতে ফিরে আসে নাকো কেহ।
এই তো মৃত্যুবাণ—
ব্যাকরণহীন বেদনার কাছে মূক হয় অভিধান।

৭। ওপারে নগরীর হাজারো ঘরে থেমেছে কোলাহল, নিভেছে আলো।
মরেছে বীরবাহু অরির শরে, নয়নে কাল-ঘুম নেমেছে কালো।
প্রবল পিকেটিং সমুখে পিছে বানরে 'রাম জয়' হুঙ্কারিছে;
রামে ও বিভীষণে দেখিয়া একসনে রাবণ ভাবে মনে "মিলেছে ভালো
প্রবল পশুবলে পিষিব সবে, জ্বলিছে রণানল, কে হবে হোতা?
দেশের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান, পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা?"*

* শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তির পথে'র অনুসরণে কবির স্বরচিত।

৮। ফুকারিলো রণতূর্য ; সমস্বরে গম্ভীর দুন্দুভি
উঠিলো বাঙ্ময় হয়ে ; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
ভরিলো বিপুল মন্দ্র ; কম্পমান স্বর্গভূর্ভুবি—
গতাসু আলোর প্রেত ভ্রমীভ্রান্ত অনাত্ম্য দূষীরে ;
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে বীরবাহু,
নিরস্ত্র বিবস্ত্র আত্মা ছুটে চলে জলদর্চি পানে
নৈরাজ্যের নাভিশ্বাসে ঝঙ্কারিলো, 'আহু, আহু, আহু'।

বৈদেহী বিচিত্রা বাক্, শ্লথনীবি কম্প্র আত্মদানে
নৈকৈষেয় দুর্দ্ধর্ষের অন্তর্ভৌম স্বর্গবিজিগীষা
আমারে জানাও—কার হাতে দিলো আগ্নেয়াদ্রি শিখা ;
নিরুদ্দিষ্ট চংক্রমণে জগদ্দল ব্যাজজীবী ভীষা—
কেলিপরায়ণ ধান্যে অনাদ্যন্ত রোমাঞ্চন-লিখা।

৯। ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্য সাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক দ্বীপ ছিল একদিন—
নীলাভ নোনার বুকে
নির্জন নীলাভ দ্বীপ—
লঙ্কা তার নাম।

আর এক প্রাসাদ ছিল,
আর ছিল নার —
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
মচকা ফুলের পাপড়ির মত লাল দেহ
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
শূয়ারের মাংস হয়ে যায়—

চড়ুয়ের ডিমের মত শক্ত-ঠাণ্ডা—কড়কড়।
ছিল রাবণ, আর ছিল বীরবাহু।
বীরবাহু ঘাই-হরিণ,
রামচন্দ্র চিতাবাঘিনী—
সারারাত চিতা-বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
খল খল অন্ধকার ভোরে
বীরবাহু বাদামী হরিণ
চিতা-বাঘিনীর কামড়ে ঘুরে পড়ল ঘাসের উপরে
শিশির-ভেজা ঘাস।
হ'ল দেহের রঙ ঘাস-ফড়িঙের দেহের মত কোমল-নীল
রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মত।

অনেক কমলা-রঙের রোদ উঠল
অনেক কমলা-রঙের রোদ
অনেক কাকাতুয়া আর পায়রা উড়ল—
ধানসিড়ি নদী, জলসিড়ি ক্ষেত
সাইবাবলার ঝাড়, আর জামহিজলের বন
দুপুরের জলপিপি
অজস্র ঘাই-হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
চারিদিকে পিরামিড কাফনের ঘ্রাণ
আর নাটোরের বনলতা সেন
নাচিতেছে টারানটেলা।

তারপর মেঘের দুপুর—
তারোপরে হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্য্যের
নরম শরীর;
'সিন্ধুসারস আর সিন্ধুশকুন—

হিজল বনের মত কালো
পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান।
অন্ধকারের হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে
তুমি এস সরস্বতী।
শিশির-ভেজা গল্প ক'রে ব'লে দাও
রাবণ কাকে যুদ্ধে পাঠাল এর পর।

১০। শোন শোন শোন ব্রতচারী,
'জ্ঞা—শ্র—স—ঐ—আ—ই—আ'—
ইষ্ট-আভাষণ-আরাবে 'জ-সো-বা' হুঙ্কারি।

দোর্দ্দণ্ড বীরবিক্রম জাত বাঙ্গালী,
যুগে যুগে নেচে যায় রায়বেঁশে ঢালী।
স্বভূমি-ছন্দপ্রধারায় নাচেন মহাপালক
অধিনেতা-প্রবর্ত্তকজী নাচেন এঁটে কাছা-কোঁচা তাঁরই।

নৃত্যালি কৃত্যালি আর বীরালি ক্রীড়ালি,
শাশ্বত-বাঙ্গালী-প্ররক্ষণ-পরিচেষ্টা খালি।
সংকৃষ্টি সংস্কৃতি মানা পণ প্রণিয়ম—
কর পঞ্চব্রত উপশীলন সংনিয়ম জারি।

লঙ্কায় বীরবাহুজী পড়ে রামজীর শরে
যুদ্ধ-অভিপ্রদর্শনকথা শোন অতঃপরে—
সংস্কৃতিমূলক গৌরবময় ছন্দপ্রধারাবলী
স্মরণেতে হবে তোমাদের উপকার ভারী।

খোদাতালা হে, ভগবান হে, বাণী বীণাপাণি,
বল কারে রাবণজী শ্রেষ্ঠ পদকিকা দানি'

করল উস্তাদ-আলা, পাঠাল সৈন্য জমায়েতে—
কৃত্যছাড়া নৃত্য তাই রাবণজী যান হারি।
সে বিষয়ে শ্রীহনুজী শ্রেষ্ঠ ব্রতচারী।

১১। গিগ্‌গিগিনে তাগ্‌গিগিনে তাঁ
ঘৃতাক্ তাক্ ঘৃতাক্ তাক্ ঝাঁ।
সাপ্‌টা মেরে ধুমাকিটি তা
মর্‌লো যে রে ঘিন্ তেনে তা
বীরবাহু সে ঘিনের গিঁজা
লে হালুয়া ঘিনের গিঁজা
টকের আলু ঘিন্ তেকে তাক্
তাক্ তাক্ তাক্ ঝাঁ।
প্রণাম করি বীণাপাণি গ্রন্থশালীকে,
সেনাপতির পদ নিতে সাঁত্‌রে গেল কে ?
(সেই) লঙ্কা-মায়ের দস্যি ছেলের
কে ছোঁবে রে গা।
তাক্ তাক্ তাক্ ঝাঁ।
গিগ্‌গিগিনে তাগ্‌গিগিনে তাঁ ॥

১২। ক' বোতল টানিলে মদ লঙ্কাকাণ্ডম্ যায় গো লেখা ?
বাল্মীকি! ব'লে যাও আজ যুবক বাংলার চাই তা শেখা।
রামে রাবণে লড়াই জবর বীরবাহু হয় বিল্‌কুল সাবাড়,
কাব্যের এসব স্রেফ ধাপ্পাবাজি—লাভ ক্ষতি নাই
কারো বাবার।
এ নিয়ে একদিন করেছ গুলজার তোমার ইয়ারদলের বৈঠক,
কিন্তু মোদ্দা কথাটা কি সেইটে জানা এখন আবশ্যক।

মরদের বাচ্চা রাবণ, দিয়ে রাক্ষুসে গোঁফে চাড়া,
তুড়ি দিতে দিতে দশবিশ সেনাপতি করলে একতাড়ায় খাড়া।
আসল কথা এও নয়—সরস্বতীর হেকমতে চালিয়ে কলম,
বত্রিশ হাজার নিরানব্বই লাইন লেখা সোভি অলম।
আসল কথা নয়া বাংলার যুগই এখন চলছে বর্ত্তমান জগতে,
আমি প্রবল নাইনটিন ফাইভ ; অর্থনীতির খেয়াল মতে
গ'ড়ে তুলছি ইমারৎ আর সোজা চালাচ্ছি পয়জার—
বাপের বেটা কেউ থাকে তো বলুক, কে পেয়াদা কে সরকার।

১৩। 'ছোট্ট ঠাকুরপো, ছোট্ট ঠাকুরপো,' প্রমীলা বউ ওই কাঁদে,
সান্ত্বনা দেয় ইন্দ্রজিতে হাত রেখে তার দুই কাঁধে—
'যুদ্ধে আমি নেবই প্রিয়ে বীরবাহুর এই মৃত্যু-শোধ।'
চম্‌কে উঠে কয় প্রমীলা—কষ্টে ক'রে অশ্রুরোধ,
'থামো, থামো, খাওসে চল' শক্ত হবে শিক্-কাবাব—
পোড়া যুদ্ধ থামান বাবা, বুঝতে নারি কি তাঁর ভাব।
সোনার ছিল লঙ্কাপুরী, ঢুকল এসে কাল-শমন,
কখন্ ভাঙে কপাল যে কার, একটুও নয় শান্ত মন।
এই তো ছিল ঠাকুরপো আর ছুট্‌কি দুজন লেপ্‌টিয়ে,
ঝট্‌কা মেরে কোথায় কে যে ফেল্‌লে নিয়ে একটিরে।
আমার কেমন ভয় করে গো, চল কোথাও পালিয়ে যাই—
থাক্‌ব দুজন মনের সুখে, রাজত্ব না হোক্ গে ছাই।
চাই নে আমার গয়না-শাড়ি—জর্জ্জেট বা ভয়েল ক্রেপ্,
কাঁচুলি না থাক্ গে এমনি পারব রাখতে বুকের 'শেপ'।
খোঁচা খোঁচা হোক গে দাড়ি, গালে কিচ্ছু বাজবে না,
ঘামের গন্ধ চাপতে চাই না অটো-ডি-রোজ খস্‌ হেনা।
চলো, চলো, কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুর আস্‌চেন এই দিকেই,
আমার মাথা খেতে বোধ হয় ; তাঁর মত মোর দশটি নেই।'

১৪। শৃণ্যন্তু (sic) বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—
ধূসর মহানগরীর চিৎপুরে ভিড়
রিক্সায় চীনে গণিকা
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গনোরিয়া আর সিফিলিস
ধূসর নিওসাল্‌ভার্সান
শ্রমিক আন্দোলন আর বেকার সমস্যা
ধূসর ক্যালকাটা কর্পোরেশন আর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চেৎলা ব্রিজের উপরে লম্পট গুষ্টির পদধ্বনি
ধূসর হক্‌-মিনিস্ট্রি, নলিনীরঞ্জন সরকার
এ সব কিছুই নয়।
নাহি জানে কেউ
রক্তে মোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে বিষণ্ণ নাবিকের গান
কত মধূরাতি রভসে গোঙায়নু
ভারত মহাসমুদ্রে লঙ্কাদ্বীপ
রাবণের পুত্র বীরবাহু, রামের হাতে তার অপঘাত মৃত্যু
হে সরস্বতী
নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী
অন্ধকারে শুনতে পাও রাবণের বুকে বিবর্ণ পদক্ষেপ
বুকে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা
অন্য সেনাপতিকে পাঠায় সে যুদ্ধে
এ কথাও নয়।
আসল কথা, সুদূর আকাশে চিলের ডাক
আর মালতী রায়ের নরম উষ্ণ শরীর
স্বপ্নে দেখি তার ধূসর পাহাড়

শুঁকি রুমালে ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ
হে বিরাট নদী।
ধূসর।

* * *

১৫। কিন্তু সমর সেনের পরেও আছে অগ্রগতির হীরালাল
সমুদ্র বিশাল।
বিরাট রোলার যেনো—
রোলার—রোলার—
রোলার গড়িয়ে যায়—
অবিরাম—
অবিশ্রাম—
লঙ্কা—
বীরবাহু—
রাম—
সরস্বতী—
রাবণ।
চুপ্ চুপ্ চুপ্
মদ খাওয়াতে পার বন্ধু,
খেনো?

পরিশিষ্ট

গায়ত্রী অগ্নিগোলা পুরো নিয়ে ভাগ্যে স্ব-ভূম-মৃত্তিকা
কোথা রং দগ্ধ নায়ক ॥ ঋক্‌ ১ ॥
অগ্নিকুণ্ডে যে ভস্ম সমৃদ্ধো বীরবাহু যবে।
ক' দেবী এর পরে কে ॥ ঋক্‌ ২ ॥
অগ্নি-সারথি বজ্রবৎ কোন বীর দিকে দিকে।
বরিলে রাঘবারি যে ॥ ঋক্‌ ৩ ॥

অনুষ্টুপ যবে গেলা মৃত্যুধামে বীরচূড়ামণীন্দ্র সে
অকালে সম্মুখী যুদ্ধে লড়ায়ে মারিতে ফতে।
বলো গো বাঙ্ময়ী মাতা সেনাধ্যক্ষ-পদে বরি
পুনঃ পাঠাইলা যুদ্ধে কোন বীরে রাঘবারি ?

তোটক পড়ি সম্মুখ আহব-মাঝ যবে
হত বীর বলী, কহ দেবি! তবে
করি নায়ক রাবণ কোন জনে
পুনরায় পরে দিল ঠেলি রণে ?

ভুজঙ্গপ্রয়াত যবে বীরচূড়া পরে যুদ্ধকালে
কৃতান্তের গেহে চলে সে অকালে।
সুধাভাষিণী গো বলো কোন বীরে
দিলে প্রেরি লঙ্কেশ সদ্যঃ শরীরে ?

পজ্ঝটিকা বীরবাহু করি সম্মুখযুদ্ধ
চলে যমালয় শ্বাসনিরুদ্ধ
'কালে কহ গো মাতঃ কারে
সৈনাপত্যে পুন বরিবারে

করিলা পুনরপি আজ্ঞা জারি
রক্ষঃকুলনিধি রঘুনাথারি ?

মন্দাক্রান্তা যুদ্ধক্ষেত্রে বরিল মরণে বীর সে বীরবাহু
শূরীচূড়ামণি পড়ি যবে আত্মদানে অকালে।
ওগো মাতা অমৃতবচনা দেহ সন্ধান দাসে
কারে রক্ষঃকুলনিধি পুনঃ নায়কত্বে নিয়োগে ?

পঞ্চচামর বিরাট যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে বিলুপ্ত বীরবাহু সে
অকাল-মৃত্যু-মন্দিরে ত্বরা প্রবেশিলা যবে
প্রকাশ দেবি ভারতী রণে পুনশ্চ প্রেরণে
দশাস্য কোন নায়কে নিদেশ তার দানিলা ?

শার্দূল-বিক্রীড়িত বীরেন্দ্রাস্পদ বীরবাহু পড়িয়া গেলা অকালে যবে
মারামারি ফলে যমের ভবনে বৈরী-বলে-কৌশলে।
হে মাতঃ কহ কোন নন্দন পুনর্যুদ্ধে চলে সাহসে
আদেশে যব রাঘবারি সহসা চালাইতে সে চমূ ?

শিখরিণী পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত অস্ত্রের বিঁধনে
চলে সে লঙ্কেশাত্মজ শমনগেহের সদনে
বলো মাতা বাণী রণকুশল কারে বরণিয়া
পুনঃ পাঠালা যে ত্বরিত-গতি লঙ্কেশ সমরে।

মালিনী সমুখ-সমর মাঝে বীর সে বীরবাহু
শমন-ভবন-পানে গেল যে গো অকালে।
বলহ জননি কারে শ্রেষ্ঠ সেনার পোস্টে
পুনরপি রণমাঝে প্রেরিলা তার বাবা॥

বসন্ততিলক শেষে বিরাটসমরে পড়ি বীরবাহু
গেলা কৃতান্ত-ভবনে চলিয়া অকালে।
হে ভারতী কহ রণে পুনরায় ভেজে
কারে অরাতি হননে প্রভু রাঘবারি ?

শশিকলা দশরথ-সুত-শর-অপহত সমরে
দশমুখ-সুত পড়ি গত যম-কবলে।
অমিয়-বচনময়ি! কহ করি করুণা—
যখন হুকুম দিল পুন দশবদনে,
নর-মরকট-বধ পণ করি ছুটিয়া
চলিল অশনি-গতি রণ-তুরমদ কে ?

মত্তময়ূর বাণে বাণে বিদ্ধ হয়ে জীবন গেলা
যুদ্ধক্ষেত্রে পাতিত যে বীর অকালে।
হে মাতা বাণী কহ মোরে পুন যুদ্ধে
পাঠালা কারে ধরিয়া রাঘব-বৈরী ?

ইন্দ্রবজ্রা লঙ্কেশ সন্তান যবে অকালে
তেয়াগিলা তার পরাণ বায়ু
হে দেবি বোলোত পুনশ্চ যুদ্ধে
আবার কাহার ফুরাল আয়ু ?

উপেন্দ্রবজ্রা সুতীক্ষ্ম-বাণে ইহলোক-লীলা
ফুরাইলে যে পড়ি বীরবাহু
সুভাষি বাণী কহ কোন বীরে
নিয়োগি যুদ্ধে দিল রাঘবারি।

গীতিকা পড়ি বীরবাহু রণে যবে চলিলা সটান যমালয়ে
পরতাপ-উন্মদ রোল উত্থিত বেদনাময় বাসরে।

কহ দেবি! ভারতি! কোন বীরবরে রণে পুন ভেজিলা
সুত-শোক-বিহ্বল চিত্তচঞ্চল নৈকষেয় মহামতি?

জয়দেবী সমুখসমরপতনাগত অপহত প্রস্থিত কৃতান্তভবনে
নন্দনমরণদশা যব পশিল দশাননবিংশশ্রবণে।
কহ গো মাতঃ অমৃতসুভাষিণি! কাহারে পুন বরিয়া
রক্ষঃকুলনিধি করিলা প্রেরণ রণ-সেনাপতি করিয়া।
কে বা হারে কে বা মারে ভাবি কি ফল এ দ্বন্দ্বে
হেনরিয়েট্টা-বঁধু মধুসূদন ভণয়ে রচনানন্দে॥

মৃগী
ণরেন্দ সরেহু মইন্দ করেহু
যমের ঘরেত সুবীর মরেত
বখাণ অ মাত পুনশ্চ পপাত
রণে অ পরে স মবেত সরেস
সুণায় ক রাব ণ প্রের ণ ভাব
মণে ধ রি কোণ জণেক বিকোণ